CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 12 May 2022 ■ আগরতলা ১২ মে, ২০২২ ইং ■ ২৮ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বহিঃরাজ্যে রেফার রোগীর সংখ্যা কমেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্সদের ভালো ব্যবহারের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত নার্সরা হলেন মায়েদের মতো। মায়েদের মতোই তাদের মধ্যে ধৈর্যশীল মানসিকতা এবং ভালো ব্যবহার করার গুণ থাকা আবশ্যক। তবেই রোগী ও নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে। আজ আইজিএম হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে জাতীয় নার্সিং সপ্তাহ এবং আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা রোগীদের হাসিমুখে ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নার্সদের সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। বহির্রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে নার্সরা হাসিমুখে ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে পারলে আমাদের রাজ্যের নার্সরা তা পারবে না কেন? উপস্থিত নার্সিং স্টাফদের প্রতি এই প্রশ্ন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নার্সদের সবসময় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি ধৈর্য সহ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলি সমাধান করতে পারলেই নার্সরা এক নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে পারবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এক নতুন দিশায় চলছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেই উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্য থেকে বহির্রাজ্যে রেফার করা রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আগে যেখানে রাজ্য থেকে হাজার হাজার রোগী বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতেন। ফলে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এখন আর বহির্রাজ্যের হাসপাতালগুলির বিজ্ঞাপন বেশি লক্ষ্য করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলেই জিবি হাসপাতালে বাইপাস সার্জারি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট, নিউরো সার্জারির মতো জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণের জ্বালায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মে।। তেলিয়ামুড়া থানার গামাই বাড়ি বৈশ্য টিলায় এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম বিশ্বজিৎ চৌধুরী। বাড়ির কিছু দূরে একটি গাছে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ বুধবার সকালে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো প্রাতঃভ্রমণ কারীরা যখন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ঐ গাছের মধ্যে ঝুলন্ত দেহটি দেখতে পান। ঝুলন্ত দেহ টি দেখতে পেয়ে প্রাতঃভ্রমণকারীরা তার বাড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিশ্বজিৎ চৌধুরী নামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঐতিহাসিক নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ১৬২ বছর পর রাষ্ট্রদ্রোহ আইন স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.)।। ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বুধবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্র রাষ্ট্রদ্রোহ আইন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত এই আইনে সমস্ত বকেয়া মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে অভিযুক্তরা জামিনের জন্য এবার আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন।

ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪ এ নম্বর ধারার সংস্থানগুলির পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্র একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে বলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা এর আগে শীর্ষ আদালতে জানান। ওই খসড়ায় বলা হয়েছে, পুলিশ সুপার পদ মর্যাদার কোনও পুলিশ কর্তা যদি বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের ন্যায্য, কেবল তখনই এই আইনে এফআইআর দায়ের করা যাবে। ব্রিটিশ আমলে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বলবৎ হওয়ার ১৬২ বছর পর এই আইন স্থগিত করা হল। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন না ব্রিটিশ আমলে তৈরি আইনের পুনর্বিবেচনা করছে, তত দিন পর্যন্ত এই আইন প্রয়োগ স্থগিত থাকবে।

শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই আইনে আর কোনও গ্রেফতার হবে না। ইতিমধ্যেই এই আইন প্রয়োগ করে যে সমস্ত মামলা চলছে, তা স্থগিত হয়ে যাবে। এই আইনের বলে বন্দিরা জামিনের আবেদন করতে পারবেন। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত জানায়, নতুন করে এই আইন প্রয়োগ করে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। এই আইনে এখন যে সমস্ত মামলা চলছে, তা স্থগিত হয়ে যাবে। এবং এই আইন প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা ব্যক্তিরা জামিনের আবেদন করতে পারবেন। তা সত্ত্বেও যদি এই আইনে কারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়, তাহলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন।

সভাপতির পদ নিয়ে মেভার ও এনসিতে বিরোধ, ভাঙনের মুখে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। আইপিএফটির প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেভার কুমার জামাতিয়ার নেতৃত্বে দলের বর্তমান রাজ্য কমিটিকে 'অবৈধ' ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি দলের অন্তর্কোন্দলকে প্রকাশ্যে আনলেন। এনসি দেববর্মার বক্তব্যকে বিরোধীতা করে মেভার কুমার জমাতিয়া বলেন জামাতিয়া শ্রী দেববর্মার ভূমিকা 'সন্দেহজনক'। তিনি এর নিন্দা করেছেন এবং এমন একটি সময়ে পার্টিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে যখন দলকে পুনরুজ্জীবনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

একটি প্রেস কনফারেন্সে, প্রাক্তন আইপিএফটি সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা বলেছেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু অসঙ্গতির কারণে আমরা নতুন রাজ্য কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করি। এ কারণে আগামী ১২ মে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নতুন সভা আহ্বান করছি।

শ্রী দেববর্মার বক্তব্যে বিতর্কের জন্ম দেয় কারণ, গত ৩ এপ্রিল তাঁর উপস্থিতিতে নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। এনসি দেববর্মা সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং মেভার কুমার জামাতিয়া অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে তাঁকে পরাজিত করে দলের সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের ছাত্রদল হাওড়া উন্নয়ন প্রকল্পের খোঁজ নিয়ে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। বিদেশ থেকে একদল ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরায় এসেছেন। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ পরিদর্শনে ফ্রান্সের সায়েন্সেস পিও থেকে ছাত্রদল ত্রিপুরা সরফর করছেন। ফ্রান্সের ওই ছাত্রদল গত রবিবার ত্রিপুরায় এসেছেন এবং আজ সকালে তাঁরা ফিরে গেছেন।

সূত্রের খবর, ত্রিপুরা সফরে তাঁরা ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল এণ্ড কমান্ড সেন্টার ও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে স্টেট মিউজিয়ামের প্রকল্প ঘুরে দেখেছেন। স্মার্ট সিটি মিশন এক সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় জানিয়েছে, ফ্রান্সের ছাত্রদল ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অর্থানুকুল্যে হাওড়া নদী উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের অন্যান্য প্রকল্প সম্পর্কে জেনেছেন।

তাঁরা হাওড়া নদীর পাড় থেকে উচ্ছেদের পর রাধানগর আবাসনে পুনর্বাসন পাওয়া পরিবারগুলির সাথেও কথা বলেছেন। সাথে তাঁরা আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের সিইও ডা: শৈলেশ কুমার যাদবের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।সূত্রের মতে, ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অর্থানুকুল্যে হাওড়া নদী উন্নয়ন অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রকল্প হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং ফ্রান্সের ছাত্রদল সমস্ত কিছু সরেজমিনে পরিদর্শন করে গেছেন।

খুনের মামলায় ফেরার আসামি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ মে।। খুনের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অবশেষে পুলিশের জালে আটক হয়েছেন। শান্তির বাজার থানার ওসির নেতৃত্বে খুনের সাথে জরিত থাকা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শান্তির বাজার থানার ওসি বিশ্বজিত দেববর্মা জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকায় খুন হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অজয় নোয়াতিয়া। এই ঘটনার শান্তির বাজার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে আইলমারা থেকে খুনের সাথে জড়িত থাকার দায়ে বিশু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু যুবকের, চলছে ওঝার জারিজুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ মে।। বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু উত্তম দে নামে বছর তেইশের এক যুবকের। আধুনিকতার ছোঁয়ায়ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একাংশ মানুষ উঠেপরে লেগেছেন মৃতদেহে প্রাণ ফেরাতে। শবদেহ নিয়ে চলছে পৌরানিক ধাচে ওঝাদের ঝাড় ফুর কাজ। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উনকোটি জেলার কুমারঘাট থানাধীন পূর্ব কাঞ্চনবাড়ীর দশঘড়ি এলাকায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন দে এর ছেলে উত্তম প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাইরে বের হলে সেখানে একটি বিষধর সাপ তাকে দংশন করে। সাথে সাথেই বাড়ীর লোকজন তাকে সঙ্গাহীন অবস্থায় নিয়ে যায় এলাকার এক ওঝার কাছে। সেখানে প্রাথমিক অবস্থায় ঝাড় ফু দিয়ে তাদের বাড়ী পাঠায় ওঝা। পরবর্তীতে তার শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাতেই নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় জেলা হাসপাতালে।

কোনো হাসপাতালেই সাপে কামড়ের প্রতিষেধক না থাকাতে রোগীকে কৈলাশহর থেকেও রেফার করা হয় আগরতলায়। জিবিতে যাবার পথে তার শারিরিক অবস্থার অবনতি দেখে পরিবারের লোকজন বুধবার সকালে তাকে মনু হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। পরিবারের লোকজন জানান, মহকুমা হাসপাতাল এমনকি জেলা হাসপাতালেও সাপে কামড়ের প্রতিষেধক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

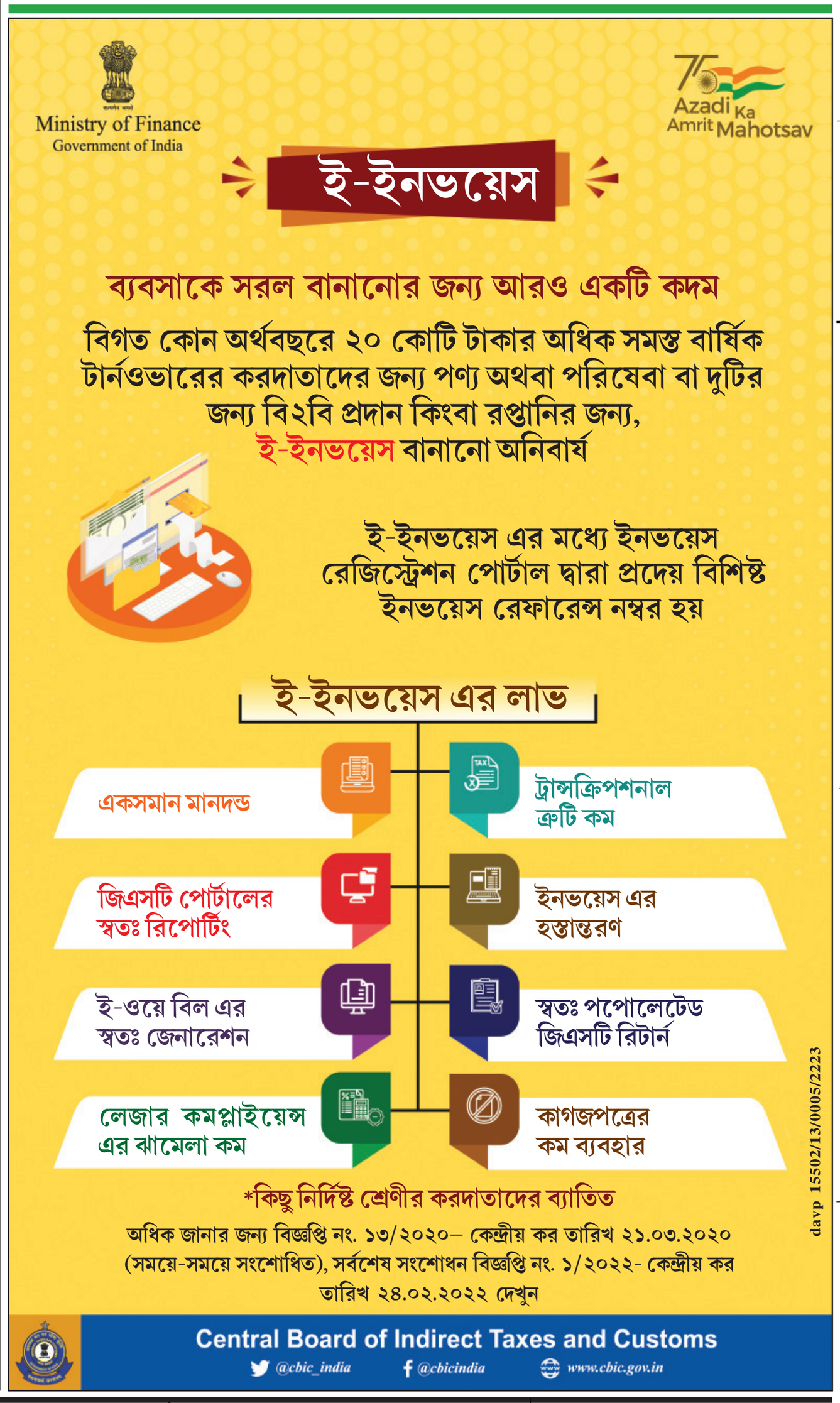

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা১২৩ ◻১২ মে ২০২২ ইং ◻২৮ বৈশাখ ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সৌরভ কি সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ?

পেলে-মারাদোনার ফুটবল জাদুতে পাগল একটি দেশে 'নায়ক' হইয়া উঠিয়াছিলেন সানিরাই। ভারতীয় ফুটবলের অন্তঃসারশূন্য দশা যে হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা থেকে স্বস্তি দিয়াছিল ওই সময়ের বাইশ গজের বিক্রম। বঙ্গ জাতি সেই বীরপুজোয় গা ভাসাইয়াও খানিক অসুখী ছিল এই কারণে যে, একজনও ক্রিকেটার তৈরি হয় না যে চার-ছক্কার বান ডাকিয়া মাঠে রাজ করিবে?

একবিংশ শতকের শেষ লগ্নে সেই খেদ আমাদের মিটাইয়া দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক লড়াকু যুবক। 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' তাঁর শৌর্যে হইয়া ওঠেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। অধিনায়কের আসন ছিনাইয়া নিয়া দেশকে দেখান বাঙালি রক্তের তেজ। শত্রুকে এক ইঞ্চিস্থখন জায়গা না ছাড়িয়া সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চোখে চোখ রাখিয়া লড়াই। ভারতীয় ড্রেসিং রুমের দুমড়ে যাওয়া মেরুদণ্ডটি তিনি সোজা করিয়া দিয়াছিলেন বলিলেও ভুল হইবে না। বাঙালি জাতির ছাতি ৫৬ ইঞ্চি করিয়া দেয় মহারাজের বিজয়। তাঁহার দর্পে আবার ঘোষিত হয়— 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'।

ফুটবল ও ক্রিকেট-বোধ কৈশোরেই জাগ্রত হয়। স্কুল-কলেজ, অফিস কামাই করিয়া একটা গোটা দিন নষ্ট করিয়া খেলা দেখার বদভ্যাস রহিয়াছে অনেকেরই। আর-পাঁচটা বাঙালির মতো আমরাও সৌরভের বিরাট ফ্যান।তাঁহার বিজয়ে হাসিতাম। পতনে কাঁদিতাম। তাঁহাকে যখন ভারতীয় দল থেকে বাদ দিয়া দেওয়া হইল, রাগে-অভিমানে খেলা দেখাই ছাড়িয়া দিয়েছেন অনেকেই ! ক্রোধ তখন এমনই যে রাহুল দ্রাবিড় বিদেশিদের কাছে হারিলে মনে মনে খুশিই হইতেন বাঙালিরা।

এসবই আসলে 'ঘরের ছেলে'-কে ঘিরিয়া আবেগের বহিঃপ্রকাশ। যদিও শুরুর দিকে তাঁহার ভাবসাব দেখিয়া 'এচড়েপাকা' মনে হইত। কতদূর কী করিতে পারিবে সন্দেহ ছিল। তিরিশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন যেদিন, সেদিন থেকে আঠারো-পেরনো তরতাজা বাঁ-হাতির জায়গা হয় বুকে। ওদিকে, তখন শচীন তেণ্ডুলকরকে নিয়া মাতামাতি শুরু হইয়া গিয়াছে।মহম্মদ আজহারউদ্দিন হয়তো অনেক বড় ক্রিকেটার, কিন্তু তাঁহার অধিনায়কোচিত জ্ঞান নিয়া বহু প্রশ্ন ছিল। সুযোগ না দিয়া ড্রেসিং রুমেই বঙ্গসন্তানকে বসাইয়া রাখেন। সৌরভও কি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাইবেন ? পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা ভোটের সময় এই আলোচনা দারুণভাবে উসকে যায়। চূড়ান্ত বুদ্ধিমান 'দাদা' নিজস্ব নেটওয়ার্কে বুঝিতেপারেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলার ভোট ভবিষ্যৎ নির্ধারিত

হইয়া গিয়েছে। নির্বাচনে দাঁড়াইলে মান যাইবে, মুখও পুড়িবে। তাই বিনীতভাবে মোদি-শাহদের জানাইয়া দেন— এবার ছাড়িয়া দিন। এমন কাণ্ড করিবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তিনিও বিদ্রোহী হইলেন। 'আমি মহারাজ, আমি জলের বোতল বইতে আসিনি' বলিয়া অস্বীকার করিলেন সহ-খেলোয়াড়দের জন্য পানীয় নিয়া যাইতে।

বেশ করিলেন! একেই তো বলে 'বাপের বেটা'! তাহার পর হয়তো সৌরভ জলের বোতল বইয়াছেন। কিন্তু সেদিন ছিল একজন অন্ধ অধিনায়কের বিরুদ্ধে আলোর প্রতিবাদ। পরদিন সেই খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় দেখিবার পর পুলকিত হইয়াছিল বাঙালিরা। আমার মতো আপামর বাঙালির মনে হইয়াছিল, চণ্ডী গাঙ্গুলির ছেলের ধক আছে। এ তো পোলা নয়, আগুনের গোলা!

বঙ্গজাতি বরাবর তাহার সাহসী সন্তানদের বীরপুজো করিয়া আসিয়াছে। নেতাজির 'দিল্লি চলো'-র ডাক হোক, ফাঁসির দড়ি বরণ করিয়া ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান, অথবা মাস্টারদা, বিনয়-বাদল-দীনেশ থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার, রাজনীতির জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধায়, সবার পুজো যুগে যুগে এই বঙ্গে হইয়াছে তাঁহাদের বিক্রমের জন্য।সেই রাজ্যের ছেলের সাহস দেখিয়া তৃপ্ত হয় সবাই। তাঁহাকে ঠেকানো যায়নি। এক সুযোগে একশো। জীবনের প্রথম টেস্ট ইনিংসে বিলেতের মাঠে সেঞ্চুরি। পরে অস্ট্রেলীয় বাহিনীর অসভ্য স্লেজিং বুক পেতে সয়ে বিসব্রেনে সেঞ্চুরি। একের পর এক গৌরবের অধ্যায়। অধিনায়ক হিসাবে পর পর সাফল্য। ঐতিহ্যের লর্ডসে সাহেবদের পুঁতে দিয়া মাঠে জামা উড়াইয়া সেলিব্রেশন। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে ট্রফি ফসকে না গেলে সৌরভের সাফল্যের ইতিহাসটা রূপকথার গল্পকেও হয়তো হার মানাইত।

২২ গজে যাঁর চোখ দেখে বলে দেওয়া যেত আজ শেন ওয়ার্ন অথবা ওয়াকার ইউনুসের কপালে কতটা দুঃখ আছে, সেই দাদার চোখে এখন মায়ার খেলা। অ-ক্রিকেটীয় জগতের ছায়াজাল। সৌরভ যে রাজনীতির পিচে ব্যাট করিতে চান, সেটা বোঝা গিয়াছিল বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময়। যে 'পাওয়ার প্লে' দেখাইয়া তিনি ক্ষমতা দখল করিলেন, তাহা কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিল না।স্বাভাবিকভাবেই সেই থেকে জল্পনা--- গেরুয়া শিবিরে কি নাম লেখাইবেন সৌরভ? পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা ভোটের সময় এই আলোচনা দারুণভাবে উসকে যায়। চূড়ান্ত বুদ্ধিমান 'দাদা' নিজস্ব নেটওয়ার্কে বুঝিতে পারেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলার ভোট ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। নির্বাচনে দাঁড়াইলে মান যাইবে, মুখও পুড়িবে। তাই বিনীতভাবে মোদি-শাহদের জানাইয়া দেন— এবার ছাড়িয়া দিন।

কিন্ত বাংলায় নায়ককে নিয়া পরচর্চা বরাবর বেশি হয়। তাঁহার কীর্তিতে যেমন ধন্য-ধন্য হয়, তেমনই জল্পনার অংশটিও আতশকাচের নিচে রাখিয়া মন্থন করা হয়। সৌরভকে নিয়া তাই চর্চা উসকাইয়া গিয়াছে যে, 'দাদা তুমি কার?'তুমি তো বাম আমলে ছিলে সুভাষ চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্যর পুত্রসম। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা তোমাকে কদর করিতেন। ২০১১ সাল থেকে নজর নবান্নে। এখন অমিত শাহ আসিয়াছেন বাড়িতে ভোজ খাইতে। বিষয়টি দাদার 'সুবিধাবাদ' বলিয়া যাঁহারা ব্যাখা করিয়াছেন, তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় কি?

বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট ক্যারিশমার মোকাবিলা করিবার মতো নেতা বিজেপিতে নাই। শাহরা জানেন, দাদার রাজনীতি করার ইচ্ছা আছে। বড় ব্যাটসম্যান তিনিই, যিনি জানেন কোন বল ছাড়িতে হয়, কোন বল মারিতে হয়। সৌরভের এই ক্রিকেটীয় জ্ঞান তুখড়। পাটা পিচে তিনি যেমন স্টেপ আউট করিয়া বল মাঠের বাইরে ফেলিতে জানেন, তেমনই ঘূর্ণি পিচে পিছনের পা'টা ঠিক কোথায় রাখিতে হয় তাহাও বিলক্ষণ জানা।কিন্তু, রাজনীতির মাঠ আলাদা। এখানে সময় বড় ফ্যাক্টর। সৌরভ কি তাই অপেক্ষা করিয়াছেন? জিইয়ে রাখিয়াছেন সম্ভাবনা। স্ত্রী ডোনার কথায় উসকে গিয়াছে আগুন। বাইশ গজ থেকে 'দাদাগিরি'-র মঞ্চ অথবা 'বিসিসিআই'-এর প্রসিডেন্ট, সব কাজেই সৌরভ সফল। রাজনীতিতেও হইবেন।

সংখ্যালঘুদের যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে তা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ১১ মে (হি. স.) : সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে ফের মুখ খুললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। বুধবার উদ্বেগ প্রকাশ করে মেহবুবা মুফতি বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর যেভাবে হামলা চালানো হচ্ছে, তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' এই ধরনের ঘটনায় বিচার বিভাগকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মেহবুবা মুফতি। মেহবুবা মুফতি এদিন আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশ যদি ছাত্র, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ অব্যাহত রাখে...আমাদের অবস্থা শ্রীলঙ্কার চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে...আশা করি শ্রীলঙ্কাকে দেখে শিক্ষা নেবে বিজেপি এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ বন্ধ করবে।'

সভ্যতার নতুন ঠিকানা

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন ও সভ্যতা সব সময় তার পদচিহ্ন রেখে যায়। এই পদচিহ্ন ধরেই ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা জেনেছেন অতীতকে। এক একটা সভ্যতার সময়কালে মানুষের পরিচয়কে আমরা পেয়েছি স্থাপত্য, লিপি ও প্রত্নসমূহের মধ্যে। নির্দশন যত পাওয়া গেছে, ইতিহাসের অধ্যায়ে ততই জুড়েছে নতুন পাতা। মানবদেহ, তার শারীরিক বিবর্তন, মস্তিষ্কের বিবর্তন মানুষ বুঝতে পেরেছে বিজ্ঞানের সহায়তায়। গাছপাতা লক্ষ্য বছরের ফসিল, প্রাচীন পৃথিবীর পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে বিজ্ঞানেরই মাপকাঠিতে। আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ একদিন খুঁজে পেয়েছে সভ্যতার সূচনাকেও। বলা হয় সভ্য মানুষের জীবনধারা, তার সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল ১০ হাজার বছর আগে। নদীমাতৃক অরণ্যের কোলে এইসব সভ্যতার জন্ম। গড়ে তুলেছে তাদের কৃষিসমাজ কোথায় নাগরিক জীবন। কালে কালে চিহ্নিত হয়েছে দেশ। গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্য। ঘটেছে উত্থান পতন। কোনটা প্রাচীনতম এ নিয়ে এখনও আছে বিতর্ক। তার কাল নির্ণয়ের কাজ এখনও চলেছে। তার নিদর্শন প্রামাণ্য নিয়ে প্রতিনিয়িত চলেছে গবেষণা। ইতিহাস অন্বেষণের রয়েছে দুটো দিক। একটা যা আবিস্কৃত সভ্যতা, তার নির্ণীত হওয়া কাল, তার পরীক্ষিত হওয়া নির্দশন- আর একটা তার অনাবিস্কৃত দিক। পৃথিবীর মাটির নীচে এখনও লুকানো আছে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন প্রত্ন পরিচয়। প্রত্নবিজ্ঞানের কৌশলগত উন্নতির জন্য আরও দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছে সভ্যতার অজানা নির্দশন। সঠিক ব্যাখ্যাও দিতে পারছে। একটা সভ্যতার স্থায়িত্বকাল যদি হাজার বছর হয়, তাহলে তার সূচনা পর্ব থেকে সমৃদ্ধির সময়কালে পৌঁছতেই লেগে যায় কয়েকশো বছর। আবার তার পতনও ত্বরান্বিত হয় ভাঙনের নানান সময়কাল অতিক্রম করে। তাই একটা সভ্যতার জন্ম থেকে মৃত্যু এই সময় নিয়েও রছেছে নানান মত। ইতিহাস ও তার প্রত্ন পর্ব নিয়ে অনুসন্ধান একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যে সভাত্যর কাল নির্ণয় কিম্বা তার যুগ নিয়ে একটা সঠিক ধারণায় পৌঁছানো গেছে, সেক্ষেত্রেও গবেষণায় প্রত্র অনুসন্ধানে উঠে আসছে আরও নতুন তথ্য। আবিষ্কৃত সভ্যতার গভীর থেকে উন্মোচিত হচ্ছে অন্য সভাতার পরিচয়। বিপুল জলরাশিতে মোড়া পৃথিবীর রয়েছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। পৃথিবীর জলভাগের ওপরে জেগে থাকা ভূখণ্ডের মধ্যে সবার বয়স এক নয়। আফ্রিকা এশিয়ার বহু রুক্ষ্ম পার্বত্য ভূমির মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি বছরের ফারাক। বিশেষ করে দক্ষিণ গোলার্ধের সমুদ্র রেখা সরে গিয়ে জাগিয়েছে নতুন স্থলভূমি। এখনও আবিস্কৃত হচ্ছে সুপ্রাচীন জনপদের ঠিকানা। উত্তর গোলার্ধের রুলভূমির নীচে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে প্রাক সভ্যতা পর্বের প্রাণী জীবনের অস্তিত্ব। খুঁজে পাচ্ছি আদিমতম প্রাণের ফসিল। ইতিহাসের দুটো যুগকে আলাদা করে দেখা হয়। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ। লিখিত সভ্যতার যুগই ঐতিহাসিক যুগ। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে মিশরীয় সভ্যতা, পারস্য, হিব্রু, চীন, গ্রীস ও রোমান সভ্যতা। এইসব জানা সভ্যতার অজানা দিক এখনও আছে। এর পাশাপশি গত কয়েক দশক ধরে সভ্যতার আরও অনেক ঠিকানার হদিশ মিলছে। ইতিহাসকে জানার স্বার্থে তার খোঁজ আমরা নিশ্চয়ই রাখব। প্রাচীন মানুষের অনুসন্ধানে নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে নৃতত্বের অনেক তথ্য।

২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসির এক গুহা থেকে প্রততাত্তিকরা বছর পুরানো এক কিশোরীর কঙ্কাল। নৃতাত্বিকদের ধারণা কঙ্কালটি সুলাওয়েসির দক্ষিণ পশ্চিম উপদ্বীপের টেলোয়া জনগোষ্ঠীর।ইংল্যান্ডের নেচার পত্রিকা জানাচ্ছে মানব গোষ্ঠীর এই পরিচয় পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। মানুষের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও গুহাচিত্র থেকে বোঝা যায় টেলোয়ান সংস্কৃতির আগে ৫০ হাজার বছর আগে মানুষ এখনে বসবাস শুরু করেছিল। অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মমণ্ডলীর জলবায়ুর জন্য জীবাশ্মের বিনাশ ঘটেছে বেশি। তাই এখানকার মানবদেহের ডিএনএ পরীক্ষাও কঠিন হয়ে পড়ে। সুলাওয়েসির বনভূমি উপত্যকায় বসবাসকারী প্রাগেতিহাসিক মানুষদের টেলোয়ানসত্ত নামে চিহতত্ত করেছেন নৃতত্ববিদরা। কিশোরীটির জেনেটিক তথ্যও উদ্ধারের চেষ্টা হয়েছে। তুষার যুগের পরে সৃষ্টি হওয়া হলতৃমির নি অত মানুষের বছর থেকে ৫০ হাজার বছর পুরানো। ইন্দোনেশিয়ার এই সব গুহাচিত্রে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ রয়েছে। সুলাওয়েসির গুহাচিত্রের গবেষক আদম ব্রুম্যান জানিয়েছেন হাতের ছাপ দিয়ে তৈরি এই সব দেওয়াল চিত্র সুলাওয়েসির মানুষের নানান প্রকাশ করে। ব্রুম্যান মনে করেন সুলাওয়েসির গুহাচিত্র স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্রের প্রায় সমসাময়িক। ছবির মধ্যে যে গতিময়তার প্রকাশ ঘটেছে তারসঙ্গে আলতামিরার ছবির অনেক মিল রয়েছে। মাটির উপরিভাগে একটা দেশ কিম্বা তার শহরের ধ্বংসাবশে, জেগে থাকলে ইতিহাসের একটা প্রমাণ সেখানে চিহ্নিত করা যায়। ভূমির ওপর প্রত্র উপাদান চিহ্নত থাকলে খননের কাজও সহজে করা যায়। কারণ মাটির ওপরে উকি দেওয়া ধ্বংসাবশেষ ইমারতের ভাঙা শরীর পুরানো সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে লুকিয়ে থাকা নিদর্শন খুঁজে পেতে সময় লেগে যায় অনেক। সম্প্রতি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলে আবিস্কৃত হয়েছে বহু প্রত্নসম্ভার। কয়েকটি ধাপে পাওয়া গেছে এই নির্দশন। পাওয়া গেছে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা পাথরের সামগ্রী, পাথরের অস্ত্র এখানে প্রমাণ হয় এককালে প্রাচীন মানুষর জনবসতির। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া দ্বীপের আদিম জনজাতির সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্রে ছিল কিনা সে বিষয়ে গবেষকরা অনুসন্ধান করেছেন। আধুনিক অস্ট্রেলিয়রা গত কয়েকশো বছরের মধ্যে যে জনজাতিকে শুধু হত্যা করেই পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছে। তথা, হারানো অধ্যায় উন্মেচিত হত। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম সূতিকাগার হল মিশর। নীলনদ বিধৌত এই সভ্যতার নিদর্শন মাথা তুলে আছে কয়েক হাজার বছর ধরে। এই সভাত্য কৃষি স্থাপত্য ভাস্কর্যে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম সভ্যতা। প্যাপিরাসের পাতায় তাদের উৎকীর্ণ হায়রাগ্লিফিক বর্ণমালা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল প্রথম লিখন পদ্ধতি। প্যাপিরাসের পাতায় এই লিপি পরবতীকালে ফিনিশীয় ও ক্রীট সভ্যতার বর্ণমালা সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছিল। রাজধানী নীলনদের সভ্যতার আর এক শাখা। মিশরের প্রত্নবিদ জাহিহাবাসের মতে সাকারের খননকার্য এখানকার সভ্যতার আরও নতুন দিক তুলে ধরবে। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফ্যারাওদের সমাধি মন্দিরের পুরোহিত জনবসতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্বে ভূমধ্যসাগর ও নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য যোগাযোগের প্রমাণ মেলে সাকারার ধ্বংসাবশেষ থেকে।. সাকারায় পাওয়া গেছে হাজার হাজার কাঠের কফিন, পিরামিড, মনাস্ট, পশুপাখীদের কবর। তবে প্রাপ্ত সামগ্রীর বেশিরভাগই ১৬ থেকে ১১ খরস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তৈরি বলে মনে করা হয়। চিহ্নিত এলাকায় মাত্র তিরিশ শতাংশ খননের কাজ এখনো পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

সিন্ধু সভাতার প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই মনে আসে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার কথা। প্রাচীন ইতিহাস এ এক সুপরিকল্পিত সমৃদ্ধতম নগর সভ্যতার। প্রায় একশ বছর আগে আবিষ্কৃত এই সভ্যতার অনুসন্ধান বার বার হয়েছে। মাটির আস্তরণ সরিয়ে পাওয়া গেছে সভ্যতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই প্রচেষ্টা চলেছে এখনও। হরিয়ানার হিসার জেলার রাখিগড়িতে পাওয়া গেছে আরও অবাক করা নিদর্শন। খননের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৯৭ সাল থেকে।

গবেষকরা বলছেন সিমু সভাতার প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে রাখিগড়িতে পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর বয়স আরও প্রাচীন। অনুমান এখানে পাওয়া লুপ্ত জনপদের আরও চিহ্ন আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে আছে। রাখিগড়ের নিদর্শনে প্রমাণিত হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে তার প্রাচীন যোগসূত্রের। বিষয়টি স্পষ্ট হলে সিন্ধু পর্বে পৌঁছে যাবে।

তিন হাজার বছরের প্রাচীন শহরের খোজ মিলেছে পূর্ব আফ্রিকায়। এই খোঁজ অনুযায়ী বলা হচ্ছে কয়েক শতাব্দী ধরে এখানকার আকসুম সভ্যতা নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। নীলাভ জলের তানা হ্রদ ও পিবর নদীর নোনা অববাহিকায় এই সভ্যতা নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আকসুমের খননকার্ধের একসময় চিন, পারস্য, গ্রীস ও রোমের সাথে আকসুমের ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। আকসুম নামে এক বিশাল জনপদ ও শহরও ছিল এখানে। ইথিওপিয়ার ইয়েহোর প্রত্ব খননে সন্ধান মিলেছে আকসুমের যোগসূত্র। অনেকে ইথিওপিয়ায়। চতুর্থ শতকে এই সভাতায় খ্রীস্টধর্মের প্রভাব পড়ে। কারণ আকসুমের রাজা এজানা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে বাসিলিকা ধরনের বহু গীর্জার ধবংসাবশেষ। আবিস্কৃত হয়েছে আলাদত গৃহের মতো বড় বড় হলঘর। পাওয়া গেছেসুরা সংরক্ষণের জন্য জলাধার আকৃতির বিশাল আমফোর। ঐতিহাসিকরা আকসুম সভ্যতাকে পিট সেমাতি সভ্যতা নামেও উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত ছিল টিরগানিয়া লিপি ও ভাষা। টিরগানিয়া ভাষাতেই রচিত হত প্রশাসনের নির্দেশিকা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের উপদেশ ও বাইবেলের ব্যাখ্যা। দুর্গম কালাহারিতে এখনও চাপা পড়ে আছে আফ্রিকার হারানো যুগের প্রতচিহ্ন। বালিঝড় আর রুক্ষতা নিয়ে বেঁচে আছে এই মরুভূমি। আফিকার দক্ষিণাঞ্চলের মালভূমিতে বিস্তৃত হয়ে আছে এই রল সমতল। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর কেপ প্রদেশ, বতসোয়ানা এবং নামিবিয়ার মরু অঞ্চল কালাহারির মধ্যে পড়েন" লক্ষ তিরিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারে এই বিশাল রুক্ষ্ম মরুতে আছে ওকোভাঙ নদী। আটলান্টিকের দিকে তা অগ্রসর হয়। কিন্তু যাত্রাপথে কালাহারির তৃষ্ণর্ত বালুতাকে শুষে নেয়। মহাসাগরে পৌঁছবার আগেই সে লবণাক্ত বদ্ধীপের বেড়াজালে আটকে পড়ে। নদীর এই গতিধারা সচল হয় বছরের কয়েকটি মাস হঠাৎ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামার কালে। জোস গেটসের নেতৃত্বে ২০১৬ সালে আমেরিকান চালায়। অনুসন্ধান শুরু হয় এই হঠাৎ নামা জলাভূমির আশেপাশে। এখানে এখনও শোনা যায় পাখপাখলির ডাক। বুশম্যান জাতির অল্পবসতিও আছে এখানে। অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গেছে এককালের সবুজ মরুদ্যানের মৃত শরীর। কালাহারির মরদ্যানগুলিতে একসময় কিছুটা সবুজ ছাওয়া গ্রাম ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। সভ্যতার সঙ্গে জন্ম হয়েছে বহু শহরের। অনেক শহর আজও টিকে আছে, নতুন যুগের সাজে তার রূপান্তর ঘটেছে। কেউ হারিয়ে গেছে সময়ের গর্তে। প্রাচীন নগরী আটলান্টিস থেকে আন্দিজের এল ডোরাডো, হারিয়ে যাওয়া এইসব নগরী বেঁচে আছে প্রাচীন গল্পগাথায়। ১৯২৫ সালে ব্রাজিলের মাতাগ্রাসোর গভীর জঙ্গলে খোঁজ পাওয়া গেছে প্রাচীন জনপদের। ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে করা হয় এখানে পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষের বসতি ছিল। জনবসতিটির সময়কাল স্থিতিকাল নিয়ে প্তুবিদরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। হারিয়ে যাওয়া শহর আটলান্টিসের নাম পাওয়া যায় ৩৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দার্শনিক প্লেটোর টাইমেয়স এবং ক্রিটিয়াস গ্রন্থে। আটলান্টিসের অস্তিত্ব আজও রহস্য আছে। মনে করা হয় গ্রীসের উপকূলে ছিল এই দ্বীপরাষ্ট্রের অবস্থান। প্লেটোর বর্ণনা অনুযায়ী দ্বীপের তীরভূমি জুড়ে ছিল এক উন্নত নৌবাহিনী। আগুন ও ভূমিকম্পে এই দ্বীপ শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কানাডার প্রত্ন অনুসন্ধানী সিমচা জ্যাকাবোভিচ এই হারানো দ্বীপের খোঁজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বছর তিরিশ আগে। কোন শহরের হদিশ পান নি তিনি পেয়েছিলেন শুধু চার হাজার বছরের রানো কয়েকটি পাথরের নোঙর। কিংবদন্তী আছে ব্রিটেনের সিসিলি দ্বীপে ছিল লায়োনিস রাজ্য। সমুদ্রের উত্তাল প্লাবনে একদিন ডুবে যায় এই বিশাল দ্বীপ। মনে করা হয় এখনকার ১৪০টি দ্বীপ এই ডুবে যাওয়া দ্বীপেরই উপরিভাগের অংশ। ইতিহাসের বহু কাহিনীতে লায়োনিস দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। এখানে আর এক কিংবদন্তী আছে। যোড়শ শতাব্দীতে যখন সমুদ্র অভিযানের যুগ চলছিল তখন আবিষ্কৃত স্থলভূমিতে চলেছিল গুপ্তধন খোজার পালা। স্পেন, পর্তুগাল থেকে জলদস্যুদের এই অভিযান হত বেশি। তারা একসময় শুনেছিল আটলান্টিকের ওপারে আন্দিজের মাথায় ছিল সোনার রাজ্য। শহর এল ডোরাডো। এই গুজবের টানে সেখানে ছুটেছিল ভয়ঙ্কর সব জলদস্যুর দল। এর ডোরাডোর অস্তিত্ব এখনও কেউ খুঁজে পাননি। তবুও সভ্যতার নতুন ঠিকানা খোজার আশায় প্রততাত্তবিকরা একনও ছুটে আসেন এখানে।

ইতিহাসের এমন একটা কাঠামো থাকে যাকে আশ্রয় করে একটা সভ্যতা অতীত জীবনযাত্রার অর্থবহ রূপকে তুলে ধরে আর একটা সভ্যতার কাছে। ইতিহাস বহু সমাজের অগণিত মানুষের বিরাহমীন পদচিহ্ন। ইতিহাস এই বিরামহীন গতির মধ্যে ব্যক্তিকে খোজে না, খোঁজে দেশ কাল মানুষকে। খোজে একটা সভ্যতা থেকে আর একটা সভ্যতার উত্তরণকে, তার প্রেক্ষাপটকে।

এতিহাসিকরা ইতিহাসের সরণী বেয়ে হাটতে গিয়ে একটা সময়ের শেষ ও আর একটা সময়ের শুরুর মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তখন অনেক সময় দু'য়ের মাঝে সেতুবন্ধন খুঁজে পান না। একটা সভ্যতা শেষ হতে হতে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অন্য সভ্যতার কাছে সবটা উজাড় করে দিয়ে যেতে পারে না। যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা সভাতার শেষ হয়, আর একটা সভ্যতার উত্থান হয় তার অন্য যুগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এতিহাসিকেরা এই সময়কালের মধ্যে সভ্যতার দুই পর্বের মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন, তার নৃতাত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু যে সময় ও নিদর্শন ইতিহাসের আড়ালে চাপা থাকে তাকে খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন কাজ। অনাবিস্কৃত সভ্যতাগুলি আবিস্কারের আলোয় আসার পর তার মূল্যায়ণ, ইতিহাসের অধ্যায়ে তাকে জুড়ে দেওয়া ইতিহাসের গভীর উপলব্ধি ও অনুসন্ধানের বিষয় যত সময় এগোচ্ছে অতীত থেকে আরও পুরানো অতীত উন্মোচিত হচ্ছে। পৃথিবীর বয়স, সভ্যতার বয়স, সৃংস্কৃতির বয়স নতুন আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে মেলে ধরছে ইতিহাসের নতুন দিশা। অনাগত কালে আরও চলবে মানব সভ্যতার অনুসন্ধান। উঠে আসবে উত্থান ও ধ্বসের নতুন তথ্য। এই অনুসন্ধান চলবে চিরকাল আগামী গিনেরপথ ধরে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পরমা

মিঠু ঘোষাল

পরমা একটি নামজাদা হাসপাতালের নার্স, তার স্বামী অর্জন মলিনাদেবীর একমাত্র সন্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাদের একটি ছোষ্ট মেয়ে সাঁঝবাতি। সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষা বাহিনীর হয়ে অর্জুনকে অন্য দেশে পাঠানো হয় এবং সেখানে সে নিরুদ্দেশ হয়। মলিনাদেবী অসুস্থ হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে একা পরমার উপর। হাসপাতল ও মেয়েকে মানুষ করার টানাপোড়েনে পরমা মেয়ে সাঁঝবাতিকে দেরাদুনে হোস্টেলে রেখে আসে।

হৃষিকেশ চৌধুরি একজন শিল্পপতি, তার কলেজ জীবনে ভালবাসা হয় ঈগিতার সাথে, কিন্তু ঈপ্সিতার বিয়ে হয় সহপাঠী অলোকের সাথে, তখন তার দিদি অনামিকা বিয়ে করে হৃষিকেশকে। বিয়ের কয়েকবছর পর হঠাৎ রিউম্যাটিক রোগে আক্রান্ত হয়ে একটি নামী হাসপাতালে ভর্তি হয় অনামিকা। হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ড অনামিকাকে সর্বক্ষণ দেখাশোনার জন্য পরমাকে দায়িত্ব দেয়। পরমা দিবারাত্রি অনামিকাকে অতি যত্নসহকারে সেবা করতে থাকে। হৃবিকেশ যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়ে পরমাকে প্রচুর উপঢৌকন দেয়, পরমা সব উপহার শাশুড়ি ও মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে অনামিকা আর হাসপাতালে থাকতে চায় না। সে তার একমাত্র শিশুপুত্র সবুজকে সর্বক্ষণ দেখতে চায়। অনামিকার অনুরোধে হৃষিকেশ স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে অনেক সেবিকা নিয়োগ করেও হৃষিকেশ ও অনামিকা পরমার অভাব বোধ করে। হৃষিকেশ চৌধুরি পরমাকে বাড়িতে ডাকে ও তাকে অনামিকার সেবা করতে অনুরোধ করেন। পরমাকে ভাল মাসিক বেতন ও মেয়ের বিয়ের জন্য এককালীন টাকা দেবারও প্রস্তাব দেন। পরমা আপত্তি সত্বেও রাজী হয়ে যায়। পরমার সেবায় অনামিকা সামান্য সুস্থ হলেও অল্পদিনের মধ্যেই অনামিকা মারা যায়। অনামিকার মৃত্যুর আগে তার পুত্র সবুজকে দেখভাল ও মানুষ করার জন্য পরমাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নেয়। পরমা ভীষণ দোটানায় পরে একদিকে নিজের মেয়ে, অন্যদিকে সবুজকে মানুষ করার অঙ্গীকার।

এইসময় হৃষিকেশ পরমাকে গভর্নেস হিসেবে নিয়োগ করে সবুজের দেখাশোনার জন্য অনুরোধ করেন, পরমা রাজি হন। অন্যদিকে সাঁঝবাতি দেরাদুন এ হোস্টেলে বড় হতে থাকে এবং তার সব খরচ হৃষিকেশ বহন করে। পরমার স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে সবুজকে নিজের সন্তানের মতো আগলে রেখে মানুষ করতে থাকে। সবৃজও পরমাকে মাতৃসম ভালবাসা দেয়। পরমার এই সহমর্মিতা এবং মা না হয়েও তার সবুজের প্রতি অসীম স্নেহ ভালোবাসা দেখে হৃষিকেশ পরমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে পরে। সবুজ বড় হয়ে কলেজে ভর্তি হয় এবং ফেসবুকে আলাপ হয় সপ্তমীর সাথে। সপ্তমী আমেরিকা থেকে পড়স্তনা করে ঢাকা ফেরে। সবুজ ও সগমীর প্রেম বিবাহে পরিণতি পায়। সপ্তমী ঢাকার এক ধনী পরিবারের মেয়ে, যাদের হোটেল ব্যবসা আছে। সপ্তমী জানতে পারে পরমা সবুজের গভর্নেস। তার পর থেকে পরমাকে কথায় কথায় অপমান ও অত্যাচার করতে থাকে সবুজের অগোচরে। তাদের কাজের মেয়ে সব জেনেও চুপ থাকে। সপ্তমী সবুজকে চাপ দেয় সব সম্পত্তি বিক্রি করে আমেরিকায় যাবার জন্য। সবুজ পরমা ও বাবাকে ছেড়ে যেতে নারাজ।

এদিকে সাঁঝবাতি লেখাপড়ায় খুব মেধাবী হয় এবং ঠাকুমার কাছে ফিরে আসে। মেয়েকে দেখতে পরমা সাঁঝবাতির কাছে ছুটে যায়, কিন্তু শাশুড়ি মলিনাদেবী তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। হৃষিকেশ চৌধুরি ও বৌমাকে নিয়ে চরিত্রের বদনাম দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সাঁঝবাতি ইউনিসেফ এর মাধ্যমে দু বছরের জন্য আফ্রিকার একটি দেশে শিক্ষকতা করতে যায়, সেখানেই তার বাবা তার বাবা অর্জুন সম্বন্ধে নানারকম খবরাখবর সংগ্রহ করতে থাকে। সেখানে এক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আড্ডায় তার বাবা অর্জনকে আটকে রাখা হয়। তারা প্রচুর টাকার বিনিময়ে অর্জুনকে মুক্তি দিতে চায়। হৃষিকেশ চৌধুরিকে বলে পরমা সেই টাকা সাঝবাতিকে পাঠায়। সাঁঝবাতি বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। অর্জুন তার স্ত্রী পরমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মাকে বারবার অনুরোধ করেন। মা রাজী হন না। হঠাৎ সবুজ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা তাকে সব পরীক্ষা করে বলে সবুজের কিডনি কাজ করছে না। সবুজের ব্লাড গ্রুপ অনুযায়ী কোনো কিডনিদাতা পাওয়া যায় না। এদিকে পরমা জানে তার ব্লাড গ্রুপ সবুজের সাথে মেলে। পরমা সবার অজান্তে হৃষিকেশের বাল্যবন্ধু ইউরোলজিস্ট ডা. সমীরণ মুখাজীকে প্রস্তাব দেয় বাকী সবকিছু মিলে গেলে সে কিডনি দিতে প্রস্তুত। একটাই শর্ত - কেউ যেন জানতে না পারে। ডা. মুখাজী অনিচ্ছাসক্রেও রাজী হন। পরমার কিডনি সবুজের দেহে প্রতিস্থাপিত হয়। এর কয়েকদিন পরে পরমা হৃদরোগে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। ডা. সমীরণ মুখাজীর মেয়ে রঙ্গীলা হৃষিকেশের বাড়িতে যাতায়াতের ফলে সবুজকে সে নীরবে ভালোবাসতো। চৌধুরি বাড়ির কাজের মেয়ে একদিন সবুজকে একলা পেয়ে তার মার অপমানের কাহিনী শোনায়। সবুজ এতে সপ্তমীর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। ইউরোলজিস্ট ডা. সমীরণ মুখাজী হৃষিকেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে পরমার আত্মোৎক্কর্গের জন্য বিবেক দংশনে ভোগে এবং হৃষিকেশের বাড়িতে গিয়ে সবুজ ও তার বাবার সামনে সব খুলে বলে। নির্বাক হয়ে যায় হৃষিকেশ ও সবুজ এবং কানায় ভেঙে পড়েন। সাথে সাথেই পিতা ও পুত্র সিদ্ধান্ত নেন সপ্তমীকে ডিভোর্স দেবে। অন্যদিকে অর্জুন পরমার অভাবে দুর্বল হতে থাকেন, পুত্রের এই পরিণতি এবং পরমার আত্মত্যাগে মলিনাদেবী নিজেকে দোষারোপ করতে করতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সাঁঝবাতি নীলাকাশ নামে এক এয়ারফোর্স এর অফিসারকে ভালোবাসতো। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় সে দৃষ্টিশক্তি হারায়। নীলাকাশ দৃষ্টিহীন হয়ে সাঁঝবাতিকে বিয়ে করতে রাজী হয় না। সাঝবাতি নীলাকাশকে জীবনসঙ্গী হবার জন্য প্রার্থনা করে, নীলাকাশ রাজি হয়। দেশের প্রতি আত্মোৎসর্গে সাঁঝবাতি নীলাকাশকে নিয়ে গর্ব বোধ করে। অন্যদিকে হৃষিকেশের প্রাক্তন প্রেমিকা ঈপ্সিতা বিধবা হন এবং তার মার সাথে বসবাস করতে থাকেন। ডা. মুখাজীর মেয়ে রঙ্গীলার শিক্ষিকা ঈমিতাকে নিয়ে সবুজদের বাড়ি গেলে হৃষিকেশ তাকে চিনতে পারে। ডা. সমীরণ মুখাজীর মেয়ে রঙ্গীলাকে পুত্রবধূ হিসাবে দেখতে চায় হৃষিকেশ সবুজ বিয়েতে সম্মতি দেয়। নীলাকাশ, সাঁঝবাতি, রঙ্গীলা এবং সবুজ মিলে ঈপ্সিতার বৈধব্য এবং হৃষিকেশের একাকীত্ব অবসানে তারা হৃষিকেশ ও ঈপ্সিতাকে জীবনসঙ্গী করে মিলিয়ে দেয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত সুখরামের জীবনাবসান, দুই দশকে চারবার বদলে ছিলেন দল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত সুখরাম। প্রয়াত কংগ্রেস নেতার ছেলে ও বিজেপি বিধায়ক অনিল শর্মা মৃত্যুর দুঃসংবাদ জানিয়েছেন। মৃত্যুকালে পণ্ডিত সুখরামের বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। গত ৭ মে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন পণ্ডিত সুখরাম, সেখানে ব্রেন স্ট্রোকের জন্য তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পণ্ডিত সুখরামের মৃত্যু কবে হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

গত ৪ মে হিমাচল প্রদেশের মানালিতে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন পণ্ডিত সুখরাম, এরপর তাঁকে মান্ডির রিজিওনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আরও ভালো চিকিৎসার জন্য তাঁকে এয়ারলিফট করে দিল্লি নিয়ে আসা হয়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। ৭ মে থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন পণ্ডিত সুখরাম, চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ (স্বাধীন দায়িত্ব) ছিলেন পণ্ডিত সুখরাম। তিনি হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ ছিলেন। পাঁচবার বিধানসভা নির্বাচন ও তিনবার লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন পণ্ডিত সুখরাম। দুই দশকে চারবার বদলে ছিলেন রাজনৈতিক দল। ১৯৯৬ সালে যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে ২০১১ সালে তাঁর ৫ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর-পূর্বের অবদান অতুলনীয় : ডা. গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে ইনস্টিটিউট অফ এডভান্স স্টাডিস ইন এডুকেশন এর উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধন হয় বুধবার। এদিন এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেন ভারতের স্বাধীনতার কাহিনী তুলে ধরেন। সেই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিকা অতুলনীয় ছিল বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে গেছেন অনেক বীরসেনানী। তিনি বলেন, ইতিহাসই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী।

কিভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রামীরা আন্দোলন করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। আর তার মাধ্যমেই তা স্বাধীনতার ৭৫ বছরে দাড়িয়েও নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। এদিনের সেমিনারের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের অবদান তুলে ধরা হয়।

রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় যুবককে কুপিয়ে খুন, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

ভিলওয়াড়া, ১১ মে (হি.স.): রাজস্থানের ভিলওয়াড়া জেলায় খুন হলেন ২২ বছরের একজন যুবক। মঙ্গলবার রাতে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় ওই যুবককে। ঘটনাটি ঘটেছে ভিলওয়াড়া জেলার কোতোয়ালি থানা এলাকায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১২ মে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

ভিলওয়াড়া জেলার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত শাস্ত্রীনগরের নিউ হাউজিং বোর্ডে মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী মিলে বছর ২২-এর এক যুবককে খুন করেছে। সেই খুনের ঘটনার পর থেকেই শহরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ভোপালপুরা রোডের বাসিন্দা আদর্শ তাপাডিয়া (২২)-কে নিউ হাউজিং বোর্ডের ব্রাহ্মণী মিষ্টির দোকানের বাইরে কয়েকজন যুবক ডেকে নিয়ে যায়। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আদর্শকে ছুরি দিয়ে কোপানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিস্থিতি এরপর উত্তপ্ত হতে থাকে। দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে হাসপাতালে জড়ো হতে থাকেন অসংখ্য মানুষ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১২ মে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। ভিলওয়াড়ার জেলাশাসক আশিষ মোদী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ভিলওয়াড়ায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন যুবকের মধ্যে ঝামেলা হয়। তাদের মধ্যে একজনের কাছে ছুরি ছিল, একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এমন পরিস্থিতিতে গুজব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে ও শান্তি বজায় রাখতে ২৪ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

মনুবাজারে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্মননা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ মে।। মনু বাজার ব্যাবসায়ী সংঘ এবং এলাকাবাসীর উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত হয় বালক সেবা, কৃষক এবং মেধা ছাত্রছাত্রীদের সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু ব্যাবসায়ী সংঘের উদ্দ্যোগে অন্যান্য বছর শিশু দিবসকে কেন্দ্রকরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহতো। বিগতদিনে করোনা মহামারির ফলে শিশু দিবসের আয়োজন করাসম্ভব হয়নি। অবশেষে সমস্ত বাঁধা অতিক্রান্ত করে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে বুধবার বীরচন্দ্র মনু রামঠাকুর সেবা মন্দিরে বীরচন্দ্র মনু ব্যাবসায়ী সংঘ ও এলাকাবাসীর উদ্দ্যোগে শিশু দিবসের আয়োজন করাহয়। এই শিশু দিবসকে কেন্দ্রকরে বালক সেবা, কৃষক এবং মেধা ছাত্র ছাত্রীদের সম্মান প্রদানকরাহয়। এলাকার ক্ষুদে শিশুদের নিয়ে আয়োজন করাহয় বসে আঁকো প্রতিযোগীতার। ব্যাবসায়ী সংঘের দ্বারা আয়োজিত এই বসে আঁকো প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বীতীয় ও তৃত্বীয় স্থানাধীকারি বাছাঁই নাকরে সকলকে সমানভাবে সম্মান প্রদান করাহয়। অনুষ্ঠানে শান্তির বাজার মহকুমায় কর্তব্যরত সাংবাদিকদেরকেও সংবর্ধনা প্রদান করাহয়। ব্যাবসায়ী সংঘ ও এলাকাবাসী কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে শুভ উদ্ভোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের কারা ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল।

উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য সহ অন্যান্য অতিথী বৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে উদ্ভোদক বীরচন্দ্র মনু ব্যাবসায়ী সংঘ ও এলাকাবাসীকে এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করারজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানান। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে এলাকার লোকজনেরা ব্যাপকহারে অংশগ্রহনকরে।

অসম ত্রিপুরা সীমান্তে ট্রাক ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত অটো চালক সহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ মে।। অসম ত্রিপুরা সীমান্তের অসমের করিমগঞ্জ জেলার কাঠালতলিতে ট্রাক ও অটো রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত অটো চালক সহ তিন। আহতদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করেছে অসম পুলিশ। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বুধবার (১১ মে) দুপুর বারোটা নাগাদ কাঠালতলির বাঘন এমই মাদ্রাসার সামনে অসম ত্রিপুরা সংযোগী ২০৮ নং জাতীয় সড়কের উপর।

জানাগেছে এএস-১০-এসি-১৫৯৬ নম্বরের একটি অটোরিকশা দুজন যাত্রী নিয়ে বিকল্প জাতীয় সড়ক দিয়ে কুর্তি কাঠালতলি অভিমূখে যাচ্ছিল। বাঘন এমই মাদ্রাসার সামনে আসার পর বিপরীত দিক থেকে আসা এএস০১-ইসি-০৭০৩ নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে মূখোমূখী সংঘর্ষ ঘটে। এতে ট্রাকের ধাক্কায় অটো রিকশাটি ধুমড়ে মুচড়ে যায়। সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর যায় কাঠালতলি পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে করিমগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। জানা গেছে আহত অটো চালক ও দুজন যাত্রী করিমগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তবে চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনার পর ট্রাক চালক গা ঢাকা দেয়। বর্তমানে দূর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক এবং অটো রিকশাটি কাঠালতলি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আহত অটো চালক এবং যাত্রীরা অসম ত্রিপুরা সীমান্তের বলে জানাগেছে। তবে তাদের নাম জানা যায়নি।

কোভিড-সংক্রমণ ফের উর্ধমুখী; ভারতে একদিনে মৃত্যু ৫৪ জনের, সুস্থতাও বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৮৯৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ জনের। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৬১ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৯,৪৯৪-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৪৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৭৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯০,৬৭,৫০,৬৩১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,১৫৭ জন (১.২২ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২, ৯৮৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৫,৬৬,৯৩৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

৩৭ বছর পর পুলিশের জালে ডাকাতি মামলার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মে।। বুধবার চড়িলাম লাটিয়াছড়া এলাকা থেকে কুখ্যাত ডাকাত সুনীল দেববর্মাকে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ আটক করে। লাটিয়াছড়ায় তার বাড়ি। একসময় ডাকাত দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সুনীল। ১৯৮৫ সালে পুরো ডাকাত দলের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছিলেন পুলিশ। অনেকে ধরা পড়ে। অনেকে পালিয়ে বেড়ায়। পরবর্তী সময়ে ধামাচাপা পড়ে যায় মামলাটি। পুলিশের খাতায় সুনীল দেববর্মা পলাতক আসামি। কিন্তু বাস্তবে সুনীল দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে বাড়িতে রয়েছেন। কৃষিকাজ করেন। স্থানীয় বাজারে হাটবাজার করেন। সেই মামলার পর পালিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডাকাতি ছেড়ে দেন। এই ডাকাত দলের অনেকেই পৃথিবীতে নেই। যা-ই হোক, কথায় আছে আইনের হাত কতটা লম্বা তা পরিমাপ করা যায়না। ৩৭ বছর পর সেই পুরনো ডাকাতির মামলার ফাইল ধুলোবালি ঝেড়ে হাতে নেন। শুরু হয় ধরপাকর। বুধবার সকালে লাটিয়াছড়ার নিজ বাড়ি থেকে অভিযুক্ত সুনীল দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন দুপুরে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয় তাকে। যদিও আদালত ধৃতের জামিন মঞ্জুর করেছে। সরকারি আইনজীবী জানান মামলাটি চলবে।

জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী, পোখরানের ‘কালজয়ী’ সাফল্যকে কুর্নিশ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে দেশের বিজ্ঞানীদের পোখরানে ভারতের দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পরীক্ষার ২৪ তম বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৪ বছরের আগে ভারতের ক্ষমতা দেখেছিল গোটা বিশ্ব। ভারত ১৯৯৮ সালের এই দিনে, রাজস্থানের পোখরানে সফলভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। সেই থেকে দিনটি জাতীয় প্রযুক্তি দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বুধবার জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে আমরা আমাদের দ্বীপ্তিমান বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮৮ সালে পোখরানের পরীক্ষা সফল হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী টুইটে আরও জানান, আমরা গর্বের সঙ্গে অটলজির অনুকরণীয় নেতৃত্বকে স্মরণ করছি, যিনি অসামান্য রাজনৈতিক সাহস এবং রাষ্ট্রনায়কত্ব দেখিয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালের ১১ মে রাজস্থানের পোখরান টেস্ট রেঞ্জে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি তথা বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালামের নেতৃত্বে ভারতের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি-১ এর সফল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। প্রতি বছর সেই সাফল্যের কারিগরদের সম্মান জানানো হয়। পরবর্তীকালে দিনটির গুরুত্ব বাড়ে ডিআরডিও-এর উদ্যোগে পোখরানে দেশের সার্ফেস-টু-এয়ার ত্রিশূল ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে। এই সমস্ত সাফল্যের কারণেই ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী।

ভারতে ১৯০.৬৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১১ মে হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯০.৬৭-কোটির মাইলফলক অতিক্রম করে ফেলল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৭৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯০,৬৭,৫০,৬৩১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। দেশে এখনও পর্যন্ত, ৩.০৯ কোটিরও বেশি (৩,০৯,০৪, ৯২৮) কিশোর-কিশোরীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ফের অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ মে সারা দিনে ভারতে ৪,৭২,১৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, যা আগের দিনের তুলনায় কম। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৪,১৯,৮৬,৮৯১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৭২,১৯০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৯৭ জন।

বিলোনীয়ায় বিজেপি এসটি সেলের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ মে।। বুধবার সকালে বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে- মন্ডল কার্যালয় সংলগ্ন সানাই বিয়ে বাড়িতে ভারতীয় জনতা পার্টি স্টেট সেল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়- এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বৈঠকে উপস্থিত প্রদেশ স্টেট সেল কমিটির কো কনভেনার রজত পাল, দক্ষিণ জেলা কমিটির কনভেনার মানিক পাল,কো কনভেনার দেবাশীষ ভৌমিক, বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ জেলার বিভিন্ন মন্ডলের দায়িত্বরত পদাধিকারীরা। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দিনে দলীয় নির্দেশ অনুসারে সেল কমিটির কর্মসূচিগুলি কি কি হবে- সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকল অংশের জনগণের পাশে থেকে- সার্বিক সহযোগিতার কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন বৈঠকে উপস্থিত নেতৃত্বরা।

সপরিবারের ভারতে আশ্রয় নেননি মাহিন্দা রাজাপক্ষে, গুজব খারিজ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): দেশের সীমানা পেরিয়ে সপরিবারে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে। এমনই গুজব ছড়িয়েছে শ্রীলঙ্কায়। যদিও, সেই গুজব উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বুধবার ভারতীয় দূতাবাস জানিয়ে দিয়েছে, সপরিবারের ভারতে আশ্রয় নেননি রাজাপক্ষে। শ্রীলঙ্কায় ভারত কোনও সেনা পাঠাচ্ছে না বলেও দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে।

কলম্বোর ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, রাজাপক্ষের ভারতে যাওয়া বা আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে নেট মাধ্যমে যা যা দাবি করা হয়েছে, তার পুরোটাই রটনা। এ ব্যাপারে একটি টুইটে স্পষ্ট করে ভারতীয় হাই কমিশনার জানিয়েছে, ‘এটি একটি ভুয়ো খবর এবং সর্বৈব মিথ্যা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কোনও রকম আশ্রয় দেয়নি ভারত।’ প্রসঙ্গত, গত সোমবারই দেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মাহিন্দা। তারপর থেকেই বিরোধীরা তাঁর গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন। শ্রীলঙ্কায় গুজব রটে গিয়েছে যে সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, এই গুজব খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর পুত্রবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, পৈতৃক বাড়ি থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

ইন্দোর, ১১ মে (হি.স.): অস্বাভাবিক মৃত্যু হল মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ইন্দ্র সিং পরমারের পুত্রবধূর। শাজাপুরের বাড়ি থেকে মন্ত্রীর ছেলের বউয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পৈতৃক বাড়ি থেকে মন্ত্রীর পুত্রবধূ সবিতা পরমারের (২৩) দেহ উদ্ধার হয়েছে। বছর তিনেক আগে মন্ত্রীর ছেলে দেবরাজ পরমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সবিতার। স্থানীয়দের দাবি, ‘পারিবারিক অশান্তি’র জেরেই নাকি আত্মঘাতী হয়েছেন মন্ত্রীর পুত্রবধূ। যদিও পুলিশ আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট করেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ সবিতার দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার সকালে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ওই বাড়িতে মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলে কেউই ছিলেন না। পাশের গ্রাম মহম্মদ খেরাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাঁরা। পরিবারের অন্য সদস্যরাও সেখানে ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। সবিতার মৃত্যুর খবর পেয়েই অনুষ্ঠান ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসেন মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

পাটনার বিশ্বেশ্বরায় ভবনে আগুন, আটকে থাকা দু’টি শিশু উদ্ধার

পাটনা, ১১ মে (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় আগুন লাগল বিশ্বেশ্বরায় ভবনে। বুধবার সকালে পাটনার হড়তালি মোড়ের কাছে অবস্থিত বিশ্বেশ্বরায় ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগে। পাটনার জেলাশাসক চন্দ্রশেখর সিং বলেছেন, এদিন সকালে ভবনের পাঁচতলায় আগুন লাগে। দমকলের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর টিম। দু’টি শিশু আটকে ছিল, তাঁদের উদ্ধার করা হয়। জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, ভবনের উচ্চতার কারণে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিশ্বেশ্বরায় ভবন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলকে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল। তবে দ্রুত আগুন তিন তলা থেকে পাঁচ তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। দমকলের তৎপড়তায় আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই ভবনে অনেক সরকারি দফতর রয়েছে। আগুন এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে অনেক দফতরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

অগ্নিগর্ভ শ্রীলঙ্কায় মৃত্যু ৮ জনের, গণবিক্ষোভ দেশজুড়ে জ্বলছে নেতাদের বাড়ি

কলম্বো, ১১ মে (হি. স.) : নতুন করে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। হিংসায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের, বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষে কলম্বো-সহ শ্রীলঙ্কার অন্যত্র অন্তত ২৫০ জন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে দেশের একজন সাংসদ বা আইনসভার সদস্যেরও। পরিস্থিতি সামলাতে বুধবার রাজধানী কলম্বো এবং বিক্ষোভ চলা শহরগুলিতে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। দেশ জুড়ে জারি হয়েছে কারফিউ।

বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের পূর্বপুরুষের বাড়ি এবং দেশের আরও বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদের বাড়িতে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কায়। এদিকে, শ্রীলঙ্কায় গুজব রটে গিয়েছে যে, দেশের সীমানা পেরিয়ে সপরিবারে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে। যদিও, সেই গুজব উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বুধবার ভারতীয় দূতাবাস জানিয়ে দিয়েছে, সপরিবারের ভারতে আশ্রয় নেননি রাজাপক্ষে। শ্রীলঙ্কায় ভারত কোনও সেনা পাঠাচ্ছে না বলেও দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দির প্রসার ও প্রচারই লক্ষ্য, ভাষার জন্য ৮ লক্ষ ডলার অনুদান ভারতের

নয়াদিল্লি ও নিউইয়র্ক, ১১ মে (হি.স.): রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দি ভাষার প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে ৮ লক্ষ ডলার সাহায্য করেছে ভারত। গোটা বিশ্বের হিন্দিভাষী জনতার সামনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথ্য হিন্দিতে প্রচারের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে একটি প্রকল্পের সূচনা করে ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের রাষ্ট্রদূত/উপ-প্রতিনিধি, আর রবীন্দ্র ভারত কর্তৃক ২০১৮ সালে চালু করা "রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দি" প্রকল্পের জন্য চেক হস্তান্তর করেছেন। "রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দি" প্রকল্পটি হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য ভারত সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টার একটি অংশ। গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ হিন্দিভাষীদের মধ্যে বৈশ্বিক সমস্যা সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে "রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দি" প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল।

ধস শেয়ার বাজারে, একদিনে ২৭৬ সূচক হারিয়েছে সেনসেক্স

মুম্বই, ১১ মে (হি. স.) : বুধবারও ধস নামল শেয়ার বাজারে। এ নিয়ে টানা চারদিন শেয়ারবাজারে ধস নামল। একদিনে ২৭৬ সূচক হারিয়েছে সেনসেক্স। আর নিফটি খুঁইয়েছে ৭৩ পয়েন্ট। কয়েক লক্ষ কোটি টাকা খুঁইয়ে কার্যত আতঙ্কে বিনিয়োগকারীরা। সব ক্ষেত্রের শেয়ারদর ছিল নিম্নমুখী। এদিন ৫৪ হাজার ১১৮ সূচক নিয়ে খুলেছিল বাজার। এক ঘন্টা ছাড়াতে না ছাড়াতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় বাজার। দুপুর দেড়টা নাগাদ ৫৩ হাজার ৫৯২ সূচকে নেমে দাঁড়ায় সেনসেক্স। পরে সেই ধাক্কা সামলে উঠে ৫৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। তবে বেশিদূর এগোতে পারেনি। বাজার বন্ধের সময় ২৭৬ দশমিক ৪৬ সূচক হারিয়ে ৫৪ হাজার ৮৮ দশমিক ৩৯ সূচকে বন্ধ হয় সেনসেক্স। আর ৭২ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট খুঁইয়ে দীর্ঘদিন বাদে ১৬ হাজার ২০০ সূচকের নিচে নেমে যায় নিফটি। বাজার বন্ধের সময় নিফটি দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ১৬৭ দশমিক ১০ পয়েন্টে।

ইজরায়েলি সেনার গুলিতে নিহত আল জাজিরার মহিলা সাংবাদিক

রামাল্লা, ১১ মে (হি.স.) : খবর করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক সাংবাদিকের ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন আল জাজিরার সাংবাদিক শিরীন আবু আকলেহ। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে খবর, ইজরায়েলের ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের জেনিন শহরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। জেনিনে ইজরায়েলি হানাদারির খবর সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন শিরীন। তখনই তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করা হয় বলে জানান সহকর্মী নিদা ইব্রাহিম। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই সাংবাদিকের ইজরায়েলি হানায় গুরুতর জখম হন আলি সামৌদি নামে জেরুজালেমের আরও এক সাংবাদিক। তাঁর পিঠে গুলি লাগে। তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তবে ইজরায়েলের সামরিক বিভাগ এখনও এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। সূত্রের খবর, ইজরায়েলের অভ্যন্তরে একাধিক হামলার ঘটনার পর ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে লাগাতার সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলের সেনা।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো আর্জেন্টিনা

বুয়েনোস আইরেস , ১১ মে (হি. স.) : বুধবার ভূকম্পনে কেঁপে উঠল আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা ছাড়াও শক্তিশালী ভূকম্পনের প্রভাব অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী দেশ বলিভিয়া, চিলি এবং প্যারাগুয়েতেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৯৩ কিলোমিটার গভীরে সৃষ্ট ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আর্জেন্টিনার সান আন্তোনিও দে লস কোবরেস শহর থেকে ৭৮ কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপশ্চিমে। তবে, ভূমিকম্পের কারণে এখন পর্যন্ত ওই অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। জারি করা হয়নি সুনামি সতর্কতাও। মার্কিন ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস) জানিয়েছে, আর্জেন্টিনায় ভূমিকম্পের প্রভাবে কোনো ধ্বংসাত্মক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামির আশঙ্কা নেই এবং হাওয়াইতে কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সুগার রোগীদের রেসিপি

মিঠু ঘোষাল

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বিরিয়ানি, ফ্রায়েডরাইস, পোলাও খেয়ে জলে গোঁড়ালেবুর রস মিশিয়ে খান। নানা রকমের পানীয়ের জন্য শরীর আইঢাই করলে পাকা তেতুল গোলা জল খান। পায়খানা না হলে খই, দুধ, কলা চটকে একদলা খান। খেতে ইচ্ছা না করলে একটু আদা, সৈন্ধব নুন চুষে নিন। অরুচি দূর করতে কচি পেয়ারা চিবিয়ে খান। কচি পেয়ারাপাতা চিবালেও উপকার হবে। ফল খেয়ে গলা টক লাগলে একটু নুন জিভে ঠেকান। মিষ্টি খেয়ে মুখে ভাজা জোয়ান রাখলে অম্বল হবেনা। এগরোল, চাউ, পাওভাজি, ঘুগনি খেয়ে হরিতকি চুষলে বদহজম হবেনা। - খিচুড়ি খেয়ে বদ হজম হলে সৈন্ধৰ নুন চুষে জল খেয়ে নিন। টাটকা জোয়ান গরম চাটুতে নেড়ে গুঁড়িয়ে লেবুর রস, বিটনুন মাখিয়ে রাখুন, গুরুপাক খেলে ১ চিমটি নিয়ে খেয়ে নেবেন। মিষ্টি/ঝাল পানে মাঝেমাঝে জোয়ান দিয়ে খান। চোখ ভালো রাখতে মাঝেমাঝে খান হিংচে শাক। পেঁয়াজ মিশিয়ে হিংচে শাকের স্যুপ খান। চেহারায় জৌলুস আনতে রোজ সরষের তেল, ১ চামচ কীচা হলুদ বাটা ভাতের সাথে খান। ব্লবেরির জুস স্মৃতি বাড়ায়। গোটা আমলকি চিরে ভাতে সেদ্ধ করে প্রথম পাতে খান।

গলা খুসখুস করলে আদাবাটা,মধু চেটে খান। অঙ্কুরিত ডাল, আলুসেপ, লেবু, নুন, গোলমরিচ, ঝুরিভাজা দিন। রসটা,২ চামচ চিনি, ফ্রিজের জল দিয়ে নেড়ে ৪টে আঙুর,অল্প খেঁজুর কুচি,আমের টুকরো ছড়িয়ে দিন। ছোটরা মজা ও পুষ্টি পাবে। ফলের রস খাওয়ার বদলে ফল চিবিয়ে খান। ময়দার পুরি সহজপাচ্য বা স্বাস্থ্যকর নয়। আটার পুরি সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর হয়। অর্ধেক আটা,অর্ধেক ময়দার মিশ্রণ নিতে পারেন। অম্বল হলে রাতে তামার পাত্রে জল রেখে সকালে খালি পেটে খান। গলা ধরলে মাটির ভীড়ের চায়ে আদা ফেলে খান। হামের গুটি সমস্তটা বের করে দেওয়ার জন্য রাতে মেথি ভিজিয়ে রেখে সকালে জলটা খান। গরিবের ঘরে দুধ না পেলে সয়াবীনের বীজ ৭ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে রগড়ে খোসা তুলে বেটে ৮ গুণ বেশি জল দিয়ে ফেঁটে কাপড়ে ছেঁকে ফুটিয়ে বা দই/ছানা বানিয়ে নিন। সিরিয়ালের বিকল্প হিসাবে দিন চালবাটা। থেকে যাওয়া পেষ্টির গুঁড়ো জারে করে ফ্রিজারে জমিয়ে অনেক হলে বানিয়ে নিন "সারপ্রাইজপাই"। জলে পুদিনা পাতা, কমলালেবুর খোসা, লেবু মিশিয়ে আইস কিউব করে পানীয়ের সাথে দিন। বিস্কিট ইত্যাদির প্যাকেট খুলে প্রথম জিনিষটা তুলে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিন। জাফরানের শুদ্ধতা বুঝতে১টা শুকনো কেশর মুখে ১মিনিট রাখুন। শুদ্ধ হলে গরম ভাব আসবে। জলে দু/চার কোয়া রসুন ফেলে মাশরুম ফোটান। তা বিষাক্ত হলে জল কালো হয়ে যাবে। কয়েক ফৌটা পাতি/কাগজী লেবুর রস১বালতি জলে ফেললে তার দৌষ অনেকটা কেটে যায়। ফিটকিরি দেওয়া জলে কুলি করলে মুখে দুর্গন্ধ ও দাঁতে দাগ থাকেনা। জল শুদ্ধ করতে জলের পাত্রে রাখুন ফিটকিরির টুকরো।- পানীয় জলে কর্পূর দিলে জল হয় সুগন্ধযুক্ত ও জীবাণুমুক্ত। ফ্রিজের দুর্গন্ধ দূর করতে তৈরি করা চা পাতা/বেকিং সোডা বাটিতে ঢাকা না দিয়ে ডিপ ফ্রিজের ট্রেতে রাখুন। তুলোয় মাখিয়ে ভানিশ/প্লেটে কয়েকটা পাতিলেবু কাটা/কাপে সমপরিমান ভিনিগার,নুন নিয়ে কয়েক ফৌটা কোলন দিয়েও ফ্রিজে রাখা যায়। প্লেটে কিছুটা সর্ষেগুঁড়ো নিয়ে জল দিয়ে সারা রাত রাখলেও দুর্গন্ধ চলে যাবে।

চাল বেশী ধোবেননা

পেঁয়াজ, রসুনকে সারা রাত দৈ-এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন,দুর্গন্ধ চলে যাবে। গোরুর দুধ দোওয়ানোর আগে বাঁটে তেল লাগিয়ে নিন। শিঙি, মাগুর মাছকে বালতির মধ্যে রেখে তাতে জল ভরে দিন। আটার ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে মাছগুলোকে খেতে দিন। স্যালাডে লেটুস পাতাকে তাজা রাখতে হলে তাতে নুন না দিয়ে তার বদলে পাতিলেবুর রস মাখিয়ে রাখুন। যে বোলে স্যালাড সাজাবেন, সেটা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করলে স্যালাড তাজা থাকবে। রাতভোর নুন জলে ভিজিয়ে রাখলে টমেটো, লেটুস পাতা তাজা থাকবে। শুকনো লেটুসকে পাতিলেবুর রস মেশানো জলে ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। দৌকান থেকে বড়ি,সয়াবিন বল, গুঁড়ো মশলা কিনে এনে রোদ খাইয়ে নিন। গরম জল ব্যবহার করলে ডাল কম সময়ে, সহজে সেদ্ধ হবে। একই তেলে বারবার ভাজা করলে তেল ময়লা হয়ে যায়। খাবার সোডা/ বেকিং আর উপাদান কালচে হবেনা। আধপাকা ফল পাকাতে হলে সঙ্গে একটা পাকা কলা রেখে পাত্রের মুখ বন্ধ করে ২ দিন রাখুন। ফল তাড়াতাড়ি পাকিয়ে তুলতে হলে খবরের কাগজে গরম জায়গায় ২/৩ দিন রাখুন। শক্ত কলাকে পাকাতে চালের টিনের মধ্যে রাখুন। আনারস কিনে এনে ২/১দিন রাখতে হলে বাক্সেটে মাথা সমেত আনারসকেক উপ্টে রাখুন। তা সম্ভব না হলে আনারসকে শুইয়ে রাখবেন। কয়েক ঘন্টা অন্তর তা রোল করাবেন। স্যুপে ঘন ভাব আনতে আলুসেপ চটকে মেশান। পালং শাক সেদ্ধ করা জল, বীট সেদ্ধ করা জল দিয়ে ময়দা মেখে খাবার তৈরি করুন। রসগোল্লার রস ফেলে না দিয়ে রসে ময়দা দিয়ে মন্ড বানিয়ে নিন। ননস্টিকফ্রাই প্যানে একটু তেল গরম করে মন্ডটা ঢেলে দিন। নাড়ুন। তৈরি হবে সুন্দর প্যানকেক। লেবুর রসের বদলে ফুটন্তদুধে এক চামচ দৈ ফেলে ছানা কাটলে তা নরম হবে। আটা মাখার সময় আধ কাপ দুধ, সামান্য গরম জল মেশালে রুটি হবে নরম ও সুস্বাদু। পাউরুটির ধারের ভাগটা বা বাড়তি টুকরো জলে ভিজিয়ে চটকে আটার সঙ্গে মাখুন। রুটি হবে নরম। ছানা কাটা জল দিয়ে আটা/ময়দা মাখলে রুটি হবে নরম,পুষ্টিকর। আগে তৈরি রুটিকে খাওয়ার সময় নরম, গরম পেতে হলে শক্ত মুখ বন্ধ কৌটোয় রেখে প্রেসার কুকারে বসিয়ে তলায় দু কাপ জল দিয়ে আঁচে বসিয়ে একটা হুইসল দিয়ে নামান। চিংড়িমাছ গ্রিল করতে দিলে লেজের কাছটা গোলাপি হয়ে গেলে বুঝবেন যে রান্নাটা হয়ে গেছে। শীতে আটা মাখার সময় একটু নুন দিলে রুটি দ্রুত শক্ত হবেনা। পেঁয়াজকে কম আঁচে ভাজলে তা নরম হবে। কোনও কিছু কষবেন চড়া আচে। তেঁতুলের চাটনিতে চিনির বদলে আখের গুড়, বাতাসা দিন।-ছানার পায়েস ইত্তাদিতে চিনির বদলে মিছরি/সাদা বাতাসা দিন। খেঁজুর গুড় দিলে কেশর,এলাচ দেবেননা। ছানার পায়েসে ছানাকে মিশিয়ে ফেলবেননা। মকাইএর আটা বেলুন মোটা করে। সেঁকুন অনেকক্ষণ ধরে উলটে পালটে। না হলে ফেটে যাবে। শুধু বেসন দিয়ে কিছু রাঁধতে হলে পুরানো বেসনের বদলে নতুন বেসন কিনে আনুন বা ডাল গুঁড়ো করে নিন বা পুরানো বেসনটাকে চেলে নিন। গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে পোলাও/ভাত ইত্যাদি বানাতে হলে ১ কাপ চালের জন্য দেড় কাপ জল নেবেন। জলের পরিমান কম/বেশি হলে রান্না ভালো হবেনা। পায়স বানাবার জন্য চালটা ভিজিয়ে রাখবেন। চাল সেদ্ধ না হওয়া অবধি চিনি বা গুড় মেশাবেননা। অমলেট বানানোর সময় একটু হলুদ দিয়ে দিলে ডিমের আঁশটে গন্ধটা চলে যাবে। জলে ভিনিগার বা লেবুর রস মিশিয়ে একদম টিমে আঁচে বসিয়ে ডিমকে জলের একেবারে গায়ের কাছে এনে ভেঙে দিয়ে খুব সাবধানে পোচ বানিয়ে নিন। রোজকার রান্নায় নতুনত্ব আনতে হলে, সবজিগুলোকে একটু অন্য রকম করে কাটুন। হলুদের বদলে একেক দিন একেকটা মশলা (যেমন,জিরা পাউডার ইত্যাদি) দিয়ে রাখুন। আনাজের খোসাকে বেসনে ফেলে চালগুঁড়ো দিয়ে বড়া করে নিন। চাইলে সয়াবিনসেদ্ধ দিতে পারেন। আলু কেটে ভাপিয়ে বেসনে দিয়ে বড়া করে নিন। বেসন গুলে কড়াইয়ে ছোট ছোট গুলি বানিয়ে ফেলে ভেজে নিন। পাঁচফোড়নকে শুকনো চাটুতে ভেজে গুঁড়ো করে রাখলে শুক্তো থেকে বেল সমস্ত কিছুতেই ব্যবহার করা যায়। জায়ফলকে শুকনো চাটুতে ভেজে গুঁড়ো করে রাখুন। বড় এলাচ, ছোট এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ একসাথে গুঁড়ো করে এয়ারটাইট কৌটোয় রাখলে গরম মশলার কাজ করবে। জয়িত্রীকে গুঁড়ো করবেন একটু গরম করে নিয়ে। আধ চামচ কালো জিরে, এক চামচ করে সরষে ও ধনে, দু চামচ করে মৌরী ও চারমগজ নিয়ে একসাথে মিশিয়ে রাখলে ফোড়নের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। খানিকটা কাঁচালংকা চিরে কাচের বোতলে রেখে ৩ চামচ সরষের তেল, ২ চামচ ভিনিগার দিয়ে দিয়ে দিন। যে কোনও শাকভাজায় ছড়ানো যাবে। রেখে দিন। ভাজা পেঁয়াজকে স্টিলের কৌটোয় রেখে দিন। থেঁতো করে নেবেন বা তৈরি খাবারের ওপর ছড়িয়ে দেবেন। ফোড়নের মেথি তেঁতো লাগে। তাই মেথিকে শুকনো চাটুতে ভেজে গুঁড়ো করে রাখুন। সবজি,বিশেষ করে পাঁচমিশেলি সবজি রান্নার সময় ফোড়নের জন্য দেবেন। অম্বলের হাত থেকে বাঁচতে জোয়ান শুকনো চাটুতে ভেজে গুঁড়ো করে রাখুন। অল্প সমক লবণ ছড়িয়ে লেবুর রস মিশিয়ে কাচের বোতলে রেখে দিন। দৈ এ একের চার ভাগ জল দিয়ে খান। উপকার হবে। দুধ গরম করবেন মাঝারি আচে। যে পাত্রে দুধ গরম করবেন, সামান্য দেশী ঘি সেই পাত্রের ভেতরের দিকের কাণায় লাগিয়ে দিলে দুধ উথলে যাবেনা। সামান্য পানীয় জল গরম করে তারপর ঐ পাত্রে জলের ওপরেই দুধ ঢেলে গরম করলে দুধ জুলবেনা, লাগবেনা। হিমযন্ত্রে৫ডিগ্রি,ফ্রিজের তাপমাত্রা রাখবেন১৮ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মাংস জাতীয় জিনিস ঘরের তাপমাত্রায়২ ঘন্টার বেশি রাখবেননা। হিমযন্ত্রে কোনও জিনিস বেশি দিন রাখতে নেই। কোনও তরল জিনিসকে ঢাকা না দিয়ে ফজে রাখবেননা। ফ্রিজের ভেতরটা পরিষ্কার রাখুন। - নতুন, পুরোনো টিফিন বকস থেকে গন্ধ দূর করতে হলে বকসটার ও তার ঢাকনাটার ভেতরের দিকে অল্প ভিনিগার ছিটিয়ে তুলো বা কিচেন টাওয়েল বা মসলিন দিয়ে পুরো জায়গাটায় মাখিয়ে নিয়ে সারা রাত রেখে সকালে সোপ সল্যুশন ও গরম জল দিয়ে সাফ করে নিন। গরমকালে আম নিয়ে বোটার দিকটা একটু কেটে আমটা জলে ডুবিয়ে দিন। জল বা খাবার দাঁড়িয়ে খাবেননা। খাওয়ার সময় কথা বলা,চিন্তা করা উচিত নয়। আস্তে খান, চিবিয়ে খান। জল একশ্বাসে খাবেননা। নূন্যতম তিন শ্বাসে জল খাবেন। লাঞ্চ/ডিনারের সঙে ঠান্ডা জল খাবেননা। গরম স্যুপ খেতে পারেন। সপ্তাহে ১দিন সকালে সেম খাবার (তেলহীন) ও রাতে ফল/মিষ্টি খান। কপালভাতি প্রাণায়াম গরমকালে বেশী করলে অনেক সময় স্কিন র্যাশ ইত্যাদি হয়। তার জন্য গোলাপের পাপড়ির রস, বড় এলাচ,মিছরি ইত্যাদি দিয়ে শরবৎ বানিয়ে খান।

জোরে পাখা চালিয়ে প্রাণায়াম করবেননা। গরমকালে প্রাণায়াম একটু কম করে করুন। পাত্রে ঢাকা দিয়েংকম জলে,কম সময়ে রাঁধুন। ফ্রিজ থেকে বের করেই কিছু গরম করবেননা। ফ্যাটি খাবারের সংগে কোল্ড ড্রিংক খাবেননা। ওষুধ খেয়ে ডান দিকে কাত হয়ে শোবেননা। মদ্যপানের জন্য অসুস্থ বোধ করলে তেতুল জল পান করুন। তার ফলে বমি হয়ে যাবে। শীতের দেশে শরীর গরম করতে মধু খান। কফি বেশি খাবেননা। ডিম সেদ্ধ করে রেখে দিন। অতিসারহলে, প্রতিবারপায়খানা থেকে বেরিয়েই১কাপ করে জল খান। নুন, চিনির ঘোল অবশ্যই খাবেন।

কাঁচকলা খান কলসী থেকে জল ঢালার সময় তার ঢাকাটার যে দিকটা কলসীতে ডুবে থাকে;সে দিকটা মেঝেতে ঠেকিয়ে রাখবেননা। হাটুর ব্যথা সারাতে পানের চুনকে রাতে ভিজিয়ে সকালে১টা চালের কণার সমান নিয়ে খান। ছোট আকারের জিনিস খান। খাবার কেটে বাইরে রাখবেননা। আপনার রোজকার খাদ্যাভ্যাসের একদম বিপরীত কিছু কখনো খাবেননা। নুডলস একবার খেলে, পরের তিন দিনের মধ্যে আর খাবেননা। রোজ মাখন খেলে চুলে উজ্জ্বল আভা আসবে। মন খারাপ থাকলে চকোলেট/১স্কুপ আইসক্রিম খান। গোলাপের গন্ধ নিতে পারেন। ঝোল গাঢ় করতে আটা ব্যবহার করুন। দুটো ডিম এক সাথে নিয়ে অমলেট বানাতে পারেন। কিন্তু, তিনটে ডিমকে এক সাথে নিয়ে অমলেট বানাবেননা। তাতে দুধ মেশানোর দরকার নেই। বাচিক শিল্পীরা বেশি ঘি খাবেননা। নিয়মিত নুন-জলে গার্গেল করবেন। শরীর জুড়োতে বাতাসা খেয়ে জল খান। ব্যায়াম করার আগে, পরে ও ব্যায়াম করতে করতে জল খান। রোজ ভোরে উঠে ৪ গ্রাস গরম জল খান। ৪৫ মিনিটের মধ্যে আর কিছু খাবেননা। দৈ খুব টকে গেলে সাদা পাতলা কাপড়ে ঢেলে রাতভোর ঝে লান। এ দৈ-এ পরে অল্প চিনি, দুধ মেশীবেন। জলটা দিয়ে আটা, ময়দা মাখুন। কাটলে ভালো দেখাবে। শীতে কোথাও বেরোতে হলে নাকে একটু সরষের তেল দিয়ে বেরোন। ফিরে আদার চা খান। মাথায় ব্যথা হলে দালচিনিগুঁড়ো লাগান।১কেজি গমের আটা/ময়দার সাথে ২০০গ্রাম সয়াবিন আটা মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন। গমের আটার সঙ্গে ছোলার ডালের আটা মিশিয়ে কচুরি ভাজলে তা মুচমুচে ও সুস্বাদু হয়। দৈ নিয়ে মসলিনের কাপড়ে ঝুলিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে তার সাথে মরিচগুঁড়ো মিশিয়ে কাবাব বানিয়ে ভেজে নিন। দিয়ে মেখে পুরী বানিয়ে ভেজে নিন। আমসত্ত টুকরো করে কেটে জল, নুন, কালো নুন, জিরে গুঁড়ো, লাল লংকা গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস দিয়ে ফুটিয়ে সস তৈরী করে নিন। জলে চাট মশলা, জিরা পাউডার, তেঁতুলের চাটনি, কালো নুন, পুদিনা, এবার ফুচকায় সেদ্ধ মটর, চাট মশলা, জিরা পাউডার, তেঁতুলের চাটনি, কালো একটা ডিম ভেঙে তাতে পরিমাণ মতো ময়দা/আটা মিশিয়ে, নুন, চিনি, ঘি মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। এবার চাটুতে ঘি/মাখন দিয়ে ছড়িয়ে দিন। এবার ডিম- ময়দার মিশ্রণটা চাটুতে দিয়ে ছড়িয়ে দিন। ওল ভাতের সঙ্গে শুকনো লঙ্কা, জিরে ভেজে মিশিয়ে দিন। বিস্কুট গুঁড়ো, আনসল্টেড বাটার, ভ্যানিলা এসেন্স, কনডেন্সড মিকমিশিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে রেখে বাদামগুঁড়ো ছড়িয়ে মুড়ে দুপাশ বধ করে ১ ঘন্টা ফ্রিজে রাখুন। চিংড়িকে চটকে নুন, কর্ণফ্লাওয়ার, ডিম মিশিয়ে বড়া বানিয়ে ভেজে নিন ।ময়দা, আনসল্টেড বাটার, চিনি, বেকিং সোডা, কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে রুটি বেলে বাটার লাগানো মোল এ রেখে বেক করুন। স্ট্রবেরি জ্যাম, রাসবেরি জ্যাম, ক্রিম, ক্যানবেরি, ফ্রেশ চেরি ফুটিয়ে বেক করা রুটিতে ঢেলে ফের বেককরুন। খন, কন্ডেন্সড্ মিল্ক গরম করে পিজা বেসে লাগিয়ে তার এক একটা কোণ চকোলেট, কিসমিস, বেদানা, কিউই রেখে বেক করে নিন। একটা বাটিতে ময়দা, কোকো পাউডার, নুন মিশিয়ে রাখুন। আর একটা বাটিতে ডিম, মাখন, চিনি মিশিয়ে প্রথম মিশ্রণে ঢেলে মেখে বিস্কুট বানিয়ে বেক করুন। মাখনে চিনি মিশিয়ে ফেটিয়ে, ডিম দিয়ে ফেটিয়ে বেকিং পাউডার মেশানো ময়দা দিয়ে ফেটিয়ে আমন্ড গুঁড়ো, দালচিনি পাউডার, ডার্ক চকোলেট চিপস দিয়ে ফেটিয়ে ১৫ মিনিট ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে বেক করে নিন। দুধ ফুটতে দিয়ে হলুদ গ্রেট করে মিশিয়ে নেড়ে চিনি মিশিয়ে দুধটা ফুটিয়ে ১/৪ অংশে কমিয়ে নিয়ে ৪ঘন্টার জন্য ডিপফ্রিজে জমিয়ে কুলফি বানিয়ে নিন। **ক্রমশ**

বিশেষ নিবেদন

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার বক্তব্য, পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রের কোনওটারই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের অথবা প্রকাশকের নয়। চিকিৎসা করান নিজের মত অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত অতি অবশ্যই গ্রহণ করুন।

শুষ্কতা দূর করতে বা ট্যান মুছে ফেলতে টমেটো যথেষ্ট

রান্নাঘরে বা ফ্রিজে টমেটোর উপস্থিতি থাকেই। প্রায় সব খাবারেই ব্যবহার করা হয় এই লাল সবজিটি। স্বাস্থ্যকর এবং উজ্জ্বল ত্বকের জন্য টমেটো কিন্তু দারুণ কার্যকরী। মুখে উজ্জ্বল আভা পেতে রোদে পোড়া বা ব্রণের দাগ দূর করা বা ট্যানিং থেকে মুক্তি পেতে টমেটোর কোনও বিকল্প নেই। যে কোনও কঠিন আবহাওয়ায় কালো হয়ে যাওয়া বাহু এবং পায়ের প্রতিকার পেতে এক টুকরো টমেটোই যথেষ্ট।

অ্যান্টি এজিং বৈশিষ্ট্য

টমেটোর রসে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। তাজা টমেটোর পেস্ট বা জুস প্রয়োগ করলে তা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি খুব কার্যকরভাবে ত্বকের অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে।

ব্রণ চিকিতা জন্য টমেটোতে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। টমেটোর ফেসপ্যাক ব্রণপ্রবণ ত্বকে ব্যবহার করা আশ্চর্যজনক ফল দেয়। এটি ত্বকে জ্বালা ভাব কমাতে ও ব্রণ নিরাময়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। ফেসপ্যাকটিকে আরও কার্যকরী করতে হলুদের মতো ব্রণের চিকিতসা করে এমন উপাদান দিয়ে ফেস প্যাক তৈরি করুন। ত্বক হালকা করার জন্য টমেটোতে থাকা ভিটামিন সি- ত্বক উজ্জ্বল সাহায্য করে। মুখের মধ্যে দাগ ভালোভাবে দূর করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন রাতে তাজা টমেটোর রস সরাসরি মুখে লাগিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। অথবা ফেসপ্যাক আকারে প্রায়ই ব্যবহার করতে পারেন।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য টমেটোর রস অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, তাই এটিকে ফেসপ্যাক হিসেবে প্রয়োগ করলে আপনার ত্বক উজ্জ্বল হয়। যদি আপনার কাছে একটি বিস্তৃত মুখের চিকিতার জন্য কোনও সময় না থাকে তবে কেবল একটি টমেটো নিন। সেটি অর্ধেক করে কেটে নিন এবং কয়েক মিনিটের জন্য সারা মুখে ঘষুন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি অবিলম্বে ত্বকের রঙে একটি বিস্ময়কর পার্থক্য দেখতে পাবেন

কালো দাগ দূর করে

টমেটোর ফেসপ্যাক কালো দাগ দূর করার জন্য দুর্দান্ত। ত্বকে যদি কালো দাগ থাকে তবে নিয়মিত টমেটো এবং লেবুর ফেসপ্যাক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। লেবু এবং টমেটো হল কালো দাগ দূর করার জন্য একটি যাদুকরী সমন্বয়

সানট্যান দূর করার জন্য

টমেটোর ফেসপ্যাক সূর্যের ট্যান দূর করতেও দারুণ। সানট্যান থেকে মুক্তি পেতে এটি ব্যবহার করতে পারেন। অথবা অ্যালোভেরা জেলের মতো অন্যান্য প্রশান্তিদায়ক উপাদানগুলির মিশিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য টমেটো জুস তৈলাক্ত এবং শুষ্ক উভয় ত্বকের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার যদি তৈলাক্ত ত্বক হয় টমেটো এবং মুলতানি মাস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন, এটি অতিরিক্ত তৈলাক্ততা দূর করবে এবং মুখে একটি সুন্দর আভা দেবে। পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে প্যাকটি নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন।

শুষ্ক ত্বকের জন্য

যদি শুষ্ক ত্বক হয় তবে টমেটো, দই এবং বেসনের ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। সুপার কন্ডিশনার এবং শুষ্ক ত্বকের ভালো চিকিতসা করবে। ত্বক শুষহলে ত্বককে মসৃণ এবং নরম রাখতে সাহায্য করে।

অনলাইনে মাতৃদুগ্ধ বিক্রি বাড়ছে, কেনার আগে জেনে নিন এতে কী ক্ষতি হচ্ছে শিশুদের

অনলাইনে আর সব পণ্যের মতো মাতৃদুগ্ধও কেনা হচ্ছে দেদার। উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। চটজলদি মাতৃদুগ্ধের বোতল ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে ডোর বেল বাজিয়ে। বহু দেশে।

কিন্তু এতে যে শিশুর মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিলেন বিজ্ঞানীরা। জানালেন, যা চাইছি অর্থের বিনিময়ে তা খুব সহজে মিলছে বলে যার প্রয়োজনে সেই মাতৃদুগ্ধ কেনা হচ্ছে সেই শিশুদেরই সর্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে। কারণ, অনলাইনে বিক্রি হওয়া মাতৃদুগ্ধের বোতলে থাকছে নানা ধরনের অপকারী ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক। শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর নানা ধরনের রাসায়নিক, ওষুধ। এমনকি, এডস ভাইরাসও। থাকছে সিফিলিস ও হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসও। বডিবিল্ডারদের জন্য অনলাইনে মাতৃদুগ্ধ বিক্রি করে ব্রিটেনে এক মহিলা মাসে ১০ হাজার পাউন্ড রোজগার করছেন এই খবর সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এর বিপদ-আপদ সম্পর্কে জানাতে উদ্যোগী হয়ে পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সারা স্টিলে বলেছেন, """গোড়ার দিকে এই ভাবে অনলাইনে মাতৃদুগ্ধ বিক্রির বিজ্ঞাপনে নীচে খুব ছোট আকারে হলেও এর ব্যবহারের বিপদ-আপদ সম্পর্কেও বিধিসম্মত সতর্কীকরণ করা হতো। এখন সেই সবও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে, যাঁরা অনলাইনে এই মাতৃদুগ্ধ কিনছেন তাঁরা জানতে পারছেন না, এগুলি সদ্যোজাতের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, অনলাইনে কার বিক্রীত মাতৃদুগ্ধ কার কাছ থেকে সংগৃহিত হচ্ছে, তা জানার কোনও উপায় নেই। যাঁর স্তন্যদুগ্ধ কেনা হচ্ছে তাঁর শরীরে কোন কোন রোগ রয়েছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটিই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে যাদের জন্য মাতৃদুগ্ধ কেনা হচ্ছে সেই সদ্যোজাতদের পক্ষে। বিজ্ঞানীরা এ-ও জানিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনলাইনে বিক্রি হওয়া মাতৃদুগ্ধের কাঙ্ক্ষিত গুণমান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা থাকছে না। তার ফলে, সেই মাতৃদুগ্ধ অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ায় ভরে যাচ্ছে। ব্রিটেন-সহ কয়েকটি দেশে মাতৃদুগ্ধ বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যাঙ্ক রয়েছে। কিন্তু সেখানে তা দেওয়ার আগে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমনটা হয়। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই বলে অনলাইনে বিক্রি হওয়া মাতৃদুগ্ধ শিশুদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। অনলাইনে বিক্রি হওয়া মাতৃদুগ্ধে সাইটোমেগালোভাইরাস অথবা সিএমভি-ও থাকছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বিড়ালের দেহে থাকা এই ভাইরাস সদ্যোজাতদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তাদের দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জন্মের পর থেকেই দুর্বল করে দেয়। তার ফলে, জন্মের ছ"মাসের মধ্যে বা তার সামান্য পরেই নানা ধরনের জটিল রোগের শিকার হয়ে পড়ছে শিশুরা। এই মাতৃদুগ্ধে থাকছে গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়াও। যা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

শরীর সুস্থ রাখতে চুমুক দিন বিট-আমলার জুসে

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি এখন ঋতুবদলের সঙ্গী। এবার পায়ে পায়ে বিদায়ের পালা শীতের। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শুকনো গাছে দু একটা রঙিন পাতাও দেখা দিয়েছে। বসন্তকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত প্রকৃতি। তবে শীত থেকে বসন্তের এই পালাবদলের মধ্যবর্তী সময়ে সকলেই কমবেশি ভোগেন। জ্বর, সর্দি, কাশি-কফের সমস্যার পাশাপাশি থাকে পক্স, হামের সম্ভাবনাও।

এই সময় যে কোনও সংক্রমণই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়াও কোভিড এখনও পুরোপিরি বিদায় নেয়নি। ফলে ফ্লু এর আশঙ্কাও কিন্তু থেকে যায়। তাই পুষ্টিবিদরা সব সময় পরামর্শ দেন এই সময়টা যত্নে থাকার জন্য। নিজের শরীরের যত্ন কিন্তু নিজেকেই নিতে হবে। ওষুধের ভরসায় না থেকে প্রাকৃতিক ভাবেই যাতে বাড়িয়ে তোলা যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেদিকেও কিন্তু নজর রাখতে হবে। পুষ্টিবিদ রূপালী দত্তের মতে, এই সময়টা স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া কিন্তু খুবই জরুরি।

রোজকার তালিকায় শাক, নিমপাতা, সজনে ফুল, সজনে শাক এসব রাখতে পারলে খুবই ভাল। বাইরের খাবার, জল যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। শরীর যাতে সঠিক পুষ্টি পায় আর হজম যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকে নজর রাখা কিন্তু অবশ্য কর্তব্য। তাই এই সময় রোজ সকালে একগ্লাস বিট আর আমলার জুস খান। এই পানীয়র মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি। সেই সঙ্গে শরীরেও গড়ে উঠবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আর এই বিটরুট জুস কিন্তু আমাদের ডিটক্সিফিকেশনেও সাহায্য করে।

*বিট হল ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস। বিটের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যের জন্যই কিন্তু তা শরীরের পক্ষে এত ভাল। আমলার মধ্যেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। তাই বিটরুট আমলার জুস কিন্তু শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে। সকালে খালি পেটে খেলে খুব ভাল ফল পাবেন।

*বিটরুটের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। যা শরীরে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করতেও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এছাড়াও থাকে পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা শরীরকে যে কোনও রোগের বিরুদ্ধেই লড়তে সাহায্য করে।

*শরীরে রক্তপ্রবাহ ঠিক রাখতেও কিন্তু ভূমিকা রয়েছে বিটের। বিট শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে। যে কারণে সারাদিনের এনার্জিতে কোনও ঘাটতি পড়ে না। এছাড়াও আমলায় থাকে কোয়ারসেটিন, গ্যালিক অ্যাসিড, কোরিলাগিন এবং এলাজিক অ্যাসিডের মত ফাইটোকেমিক্যাল। যা শরীরকে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে।

*অন্ত্রের যে কোনও ক্ষত সারিয়ে অন্ত্রকে সুস্থ রাখতেও কিন্তু ভূমিকা রয়েছে আমলার। আমলা আমাদের বিপাক ক্রিয়া বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও বিটের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। সামগ্রিক ভাবে পেট ভাল রাখে। গ্যাস অম্বলের সমস্যাতেও খুব ভাল কাজ করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বোঝার জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবন বোঝার জন্য বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার বিজ্ঞান ভবনে ”মোদী@২০ : ড্রিমস মিটিং ডেলিভারি” শীর্ষক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'নরেন্দ্র মোদী সমাজকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করে কাজ করেছেন। দেশের রাজনীতিতে তিনিই প্রথম এমন নেতা, যার পরিবার নেই। দূরবীন দিয়ে খোঁজ করেও এমন নেতা পাওয়া যাবে না।' শাহ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজের প্রতিটি অঞ্চল এবং অংশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর এমনকি পঞ্চায়েত চালানোর অভিজ্ঞতাও ছিল না যখন তাকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও তিনি ধারাবাহিকভাবে জয়লাভ করেছিলেন এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আজকে যারা আমার সামনে আছেন, তারা গত ২০ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীকে চেনেন। আপনি তার সফল ২০ বছর দেখেছেন।

আপনি ভারত এবং গুজরাটে তার নেতৃত্বের পার্থক্য দেখেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে বলব, এর আগে ৩০ বছরের যাত্রা জানা দরকার। দারিদ্র্যের আঙিনা থেকে উঠে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যাত্রাকে যদি বুঝতে হয়। দেশ, একজন ছোট কর্মী থেকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হওয়া এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যাত্রা, পঞ্চায়েতের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ৩০ বছর সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। মোদীজির রাজনৈতিক জীবন বোঝার জন্য, তাঁকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয় বরং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে'।

পণ্ডিত শিবকুমারকে চোখের জলে বিদায়, শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিতাভ ও জয়া-সহ অনেকের

মুম্বই, ১১ মে (হি.স.): চোখের জলে বিদায় নিলেন প্রখ্যাত সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মা। বুধবার সকালে শিবকুমারের শেষকৃত্যে সঙ্গীতশিল্পীর পালি হিলসের বাড়িতে পৌঁছন অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চন। শিবকুমারের স্ত্রী মনোরমা এবং পুত্র রাহুল শর্মার সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। শিবকুমারের অন্তিমযাত্রায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অমিতাভ ও জয়া। মঙ্গলবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মা। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। এদিন পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শিবকুমারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার সকালে মুম্বইয়ের বাসভবনে শায়িত থাকে তাঁর মরদেহ। শিবকুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এদিন অনেকেই, তাঁদের মধ্যে চিলি অমিতাভ ও জয়া। তারকা দম্পতি জুতো খুলে খালি পায়ে শিবকুমারের মরদেহের সামনে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জয়া। শিল্পীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান। তিনি লেখেন, 'পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার প্রয়াণ একটি যুগাবসান।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নয়ডার সিইও রিতু মহেশ্বরীর বিরুদ্ধে জামিনঅযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানার উপর স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.) : নয়ডার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) আইএএস অফিসার রিতু মহেশ্বরীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জারি করা জামিনঅযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানার উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার দেশের শীর্ষ আদালত আগামী ১৩ মে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়েছে। গৌতম বুদ্ধ নগরের নিউ ওখলা শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনওআইডিএ) প্রধান নির্বাহী আধিকারিক রিতু মহেশ্বরীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে। বিচারপতি এস আব্দুল নাজির এবং কৃষ্ণ মুরারির একটি বেঞ্চ শুক্রবার পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত করেছে এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ পাওয়ার পরে 'যেকোন উপযুক্ত বেঞ্চের' সামনে মামলাটি তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

মহেশ্বরী তার বিরুদ্ধে অবমাননার মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ার পর এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ আসে।

মহারাষ্ট্রে কোভিডের সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই : রাজেশ টোপে

মুম্বই, ১১ মে (হি.স.): পঞ্জাব, উত্তর ও দিল্লিতে করোনার সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে, সংক্রমণ বৃদ্ধি নতুন করে দেশে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনার। এমতাবস্থায় মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানালেন, মহারাষ্ট্রে কোভিডের সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। কোভিড বিধি মেনে চলা ও সতর্কতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি বলে তাঁর অভিমত। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। তিনি বলেছেন, 'পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লিতে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে। আমি সেই সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন, সংক্রমণ বাড়ছে তবে কেবলমাত্র হালকা লক্ষণ রয়েছে এবং রোগীরা হোম আইসোলেশনে সুস্থ হয়ে উঠছেন। মহারাষ্ট্রে সংক্রমণ বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুত নয়, তাই আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তদন্তে উঠে এসেছে নাম, ভোট পরবর্তী হিংসায় নলহাটি থেকে গ্রেফতার এক

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় বীরভূমের নলহাটিতে মনোজ জয়সওয়াল খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। মঙ্গলবার রাতে নলহাটি পিরানপাড়ার বাড়ি থেকে চাঁদ মহম্মদ নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বুধবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ মে নলহাটিতে খুন হন বিজেপি কর্মী মনোজ জয়সওয়াল। সেই ঘটনায় পাঁচ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই চার জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে জামিন পায় একজন। তবে ফেরার ছিল আরও একজন। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় সিবিআই।

যদিও সিবিআই সূত্রের খবর, চাঁদ মহম্মদের নামে কোনও অভিযোগ ছিল না। তদন্ত করতে গিয়ে তার নাম উঠে আসে। মনোজ খুনের ঘটনায় চাঁদ জড়িত বলে তদন্তে জানতে পারে সিবিআই।

নওয়াজের সঙ্গে দেখা করতে লন্ডনে পাক প্রধানমন্ত্রী, হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

লন্ডন ও ইসলামাবাদ, ১১ মে (হি.স.) : বড় ভাই ও পিএমএল-এন প্রধান নওয়াজ শরীফের সঙ্গে দেখা করতে লন্ডনে গিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। বুধবার সকালেই লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে লন্ডনে গিয়েছে পাক প্রতিনিধি দলও। বুধবার সকালে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের দক্ষিণ টার্মিনালে স্পর্শ করেছেন শেহবাজ। ইসলামাবাদ থেকে তিনি প্রস্থান করেন মঙ্গলবার রাত বারোটা নাগাদ।

সূত্রের খবর, নওয়াজ শরিফ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন এবং পিএমএল-এন একটি 'বড় সিদ্ধান্ত' নেবে বলেও আশা করা হচ্ছে, এই কারণেই তিনি একটি অনলাইন বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সশরীরে লন্ডনে গিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ।

রাজস্থানের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ করেছেন অশোক গেহলট : জে পি নাড্ডা

হনুমানগড়, ১১ মে (হি.স.): আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বারবার বিরোধীদের আক্রমণে বিদ্ধ হচ্ছে অশোক গেহলট সরকার। এবার রাজস্থানের হনুমানগড়ের জনসভা থেকে অশোক গেহলট সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডার কথায়, আগে সংস্কৃতি, তৃপ্তি, শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য পরিচিত ছিল রাজস্থান। কিন্তু অশোক গেহলট রাজস্থানের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ করেছেন।

রাজস্থানের হনুমানগড়ে এদিন বিজেপি রাজস্থানের জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন জে পি নাড্ডা। ১০টি কার্যালয়ের এদিন উদ্বোধন হয়েছে ও ৪টি কার্যালয়ের শিলান্যাস হয়েছে। রাজস্থানেও ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আহ্বান জানিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে নাড্ডা বলেছেন, 'আমি রাজস্থানের কর্মীদের অনুরোধ করতে এসেছি যে, রাজস্থানেও একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার দরকার। জনসাধারণ কেমন আছেন, তাতে কিছু আসে-যায় না রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের।' নাড্ডা এদিন আরও বলেছেন, বিধায়ক অথবা সাংসদ হওয়া আমাদের কাছে জনসেবার একটা মাধ্যম, আমরা দেশের সেবা করতে এসেছি, আমরা দেশকে শক্তিশালী করতে এসেছি।'

আদালতের শরণাপন্ন জ্যাকলিন, ১৫ দিনের জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চাইলেন অভিনেত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে দিল্লির আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। ১৫ দিনের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন অভিনেত্রী, এই সময়ে আবুধাবিতে আয়োজিত আইফা অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান তিনি। পাশাপাশি ফ্রান্স ও নেপাল ভ্রমণের জন্য আদালতের অনুমতিও চেয়েছেন জ্যাকলিন। আর্থিক তছরুপের মামলায় সুকেশের সঙ্গে নাম ডড়ানোর পর থেকেই বিপাকে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। আর্থিক তছরুপের মামলায় জ্যাকলিনের নাম জড়ানোর পর তাঁর বিদেশ যাত্রার উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে আদালতের তরফে। বিদেশ যাত্রায় স্থগিতাদেশের মধ্যে এবার জ্যাকলিন ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ১৫ দিনের জন্য জ্যাকলিন যাতে আবু ধাবিতে যেতে পারেন আইফার জন্য, সে বিষয়ে অনুমতে চেয়ে আবেদন করেন বলিউড অভিনেত্রী। আবু ধাবির পাশাপাশি নেপাল, ফ্রান্সেও যাওয়ার অনুমতি চান জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ।

কোভিডে আক্রান্ত বিল গেটস, মাইক্রোসফের কর্ণধারের শরীরে রয়েছে মৃদু উপসর্গ

ওয়াশিংটন, ১১ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাইক্রোসফের কর্ণধার বিল গেটস। বুধবার বিল গেটস নিজেই টুইট করে জানিয়েছে, তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে মৃদু উপসর্গ রয়েছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত আইসোলেশনে থাকছেন তিনি। বিল গেটস টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমি কোভিডে সংক্রমিত হয়েছি। মৃদু উপসর্গ রয়েছে ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সুস্থ হচ্ছি, ততক্ষণ আইসোলেশনে থাকব।'

মাইক্রোসফের কর্ণধার বিল গেটস টুইটে আরও লিখেছেন, 'আমি সৌভাগ্যবান যে আমি টিকা নিয়েছি এবং পরীক্ষা এবং মহান চিকিৎসা সেবার সুযোগ পেয়েছি।' বিশ্ব থেকে করোনার প্রকোপ কোনও ভাবেই কাটছে না, সতর্কতা নিয়েও রোজই আক্রান্ত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। যদিও, অধিকাংশ মানুষেরই মৃদু উপসর্গ।

ময়নায় বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

কাঁথি, ১১ মে (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যু। মৃতের নাম কৃষ্ণ পাত্র। ময়না থানার বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তিনি। এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন কৃষ্ণ পাত্র। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যরা। বুধবার সকালে পিড়খালি ব্রিজের কাছ থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কৃষ্ণ পাত্রকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশ ও বিজেপির।তৃণমূলের দিকে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এই ঘটনায় ময়নার বিজেপি নেতা তথা তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি আশিস মণ্ডল বলেন, "কৃষ্ণ পাত্র আমাদের সক্রিয় কর্মী। তাই রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। মৃতদেহের পাশ থেকে ধারাল অস্ত্র লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।" গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়না থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত বই প্রকাশ করলেন নাইডু বললেন বিশ্ব দরবারে ভারতের মাথা উঁচু করেছেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ”মোদী@২০ : ড্রিমস মিটিং ডেলিভারি” শীর্ষক বই প্রকাশ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। বুধবার এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। উপ-রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, তিনি বর্তমানে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সহকর্মী ও বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্ব ও কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতাকে সম্মান জানান। তিনি বলেছেন, স্বপ্ন দেখা ভালো, কিন্তু সেই স্বপ্নকে সফল করতে গেলে দরকার কঠোর পরিশ্রম। ভারতকে বিশ্ব দরবারে সুউচ্চে দেখার স্বপ্ন দেখতেন নরেন্দ্র মোদী। সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২০ বছরের কার্যকালকে দেখলেই চলবে না, এই ২০ বছরের আগে ৩০ বছর নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক কাজকর্ম বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাফল্যের মূল ভিত্তিপ্রস্তর। সাধারণ মানুষের সমস্যা শোনা ও তা বিশ্লেষণ করা ও সমাধান করার বিশেষ গুণ নরেন্দ্র মোদীকে প্রশাসক হিসাবে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বালাকোট, লাদাখ, উরি নানা ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা যেভাবে প্রধানমন্ত্রী কঠোর হাতে সমাধান করেছেন তা অবশ্যই শিক্ষণীয়। পড়শী দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সমস্ত ক্ষেত্রেই নরেন্দ্র মোদী পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন।

অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সদ্য-প্রাক্তন তিন নেতার

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার সদ্য কংগ্রেস-ত্যাগী তিন নেতা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁরা সদ্য-প্রাক্তন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাংগলিন হাওলাই, সম্পাদক আচিং জেমি এবং সামজিক মাধ্যমের স্বমন্বয়ক সেতমিনথাং খংসাই। আজ বুধবার তাঁরা গুয়াহাটির মাছখোয়ায় প্রাগজ্যোতি আইটিএ কালচারাল কমপ্লেক্স অডিটরিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের অসম প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা এবং সাংসদ সুস্মিতা দেবের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জোড়াফুলের দলে যোগদান করেছেন।

গত সোমবার ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাংগলিন হাওলাই, সম্পাদক আচিং জেমি, জেলা কংগ্রেসের আইনি কোষের চেয়ারম্যান জুয়েল সেংইয়ং এবং সামজিক মাধ্যমের সমন্বয়ক সেতমিনথাং খংসাই দল থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তবে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগকারী চার কংগ্রেস নেতার মধ্যে জুয়েল সেংইয়ুং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেননি। তিনি কোন দলে যোগ দিচ্ছেন তা এখনও পরিষ্কার নয়।

এদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যার দরুন অনেক কংগ্রেস নেতা-কর্মী দল ছাড়ার চিন্তাচর্চা করছেন। এই সকল কংগ্রেস নেতা-কর্মী দলের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই কংগ্রেস ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। তা যদি হয়, তা-হলে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস নেতা-মুক্ত হতে চলছে তা বলা-ই বাহুল্য।

ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের দাবি, প্রয়াত গোবিন্দচন্দ্র লাংথাসার পর আর দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনও নেতা এখন আর নেই। শতাব্দি-প্রাচীন একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস। কিন্তু আজ এই দলের অবস্থা সমগ্র দেশে শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অসমের প্রায় প্রতিটি জেলায়ই এখন কংগ্রেসের অবস্থা লেজেগোবরে, মন্তব্য বহু কংগ্রেস নেতার।

এদিকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের একমাত্র তথা বিরোধী কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসাও একপ্রকার কংগ্রেস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপি দলে যোগদানের জন্য চেষ্টা করছেন বলে খবর প্রকাশ। তবে জেলা বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মীর মধ্যে কিছু মতবিরোধ থাকায় ড্যানিয়েলের এখনও বিজেপিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি অবশ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে দলের প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা গেছে।

লাউডস্পিকার বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি কর্ণাটক মন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১১ মে (হি.স.) : লাউডস্পিকার ব্যবহার করার সময় ডেসিবেল মান লঙ্ঘন করা সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন কর্ণাটকের পর্যটন, পরিবেশ মন্ত্রী আনন্দ সিং। লাউডস্পিকার নিয়ে তুমুল বিতর্কের মধ্যে বুধবার তিনি বলেন, 'বিশেষ দল লঙ্ঘন পরীক্ষা করার জন্য যেখানে লাউডস্পিকার আছে সেখানে আচমকা পরিদর্শন করবে। লাউডস্পিকার ব্যবহার করার সময় যারা ডেসিবেল মান লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রাজ্য সরকার এটি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এবং ইতিমধ্যেই মসজিদ, মন্দির, অনুষ্ঠান, গীর্জা এবং এই জাতীয় কর্মসূচিগুলিতে ব্যবহৃত লাউডস্পিকারগুলির ডেসিবেল পরীক্ষা করার জন্য ১৯০ টি মেশিন কিনেছে। তিনি আরও বলেন, 'নিয়ম বাস্তবায়নে কোনো আপস করা হবে না। যদি কোনো সংস্থা সমস্ত নির্দেশ না মানে, তাহলে মাইকগুলি সরানো হবে এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং লোকেদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজ্য সরকার রাত ১০ টা থেকে সকাল ৬ টার মধ্যে লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

হিমাচলে ”খালিস্তান” পতাকা লাগানোর ঘটনায় একজন গ্রেফতার

সিমলা, ১১ মে (হি.স.) : বিধানসভার গেটে ”খালিস্তান” পতাকা লাগানোর ঘটনায় পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বলে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর বুধবার জানিয়েছেন।

ঠাকুর বলেন, এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত জড়িত ছিল, যার মধ্যে একজনকে এদিন সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমি বলতে চাই যে ক্ষেত্রে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার গেটে খালিস্তানি পতাকা বাঁধা ছিল, এই ঘটনায় দুজন অভিযুক্ত ছিল, যারা পুরো ঘটনাটি চালাতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে।'

এদিকে, হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার প্রধান ফটক এবং দেয়ালে ”খালিস্তান” পতাকা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পরে, রাজ্য পুলিশ রবিবার নিষিদ্ধ সংগঠন ”শিখস ফর জাস্টিস” (এসএফজে) এর জেনারেল কাউন্সেল গুরপতবন্ত সিং পান্নুন-র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। পাশাপাশি কাংড়ার পুলিশ সুপার খুশল শর্মা বলেন, 'আমরা বিধানসভার গেট থেকে খালিস্তানের পতাকা সরিয়ে দিয়েছি। এটা পঞ্জাবের কিছু পর্যটকের কাজ হতে পারে।'

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলায় আম আদমি পার্টির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

কদমতলা-জুমটিল্লা রাস্তার বেহাল দশা, ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ মে।। দপ্তরের দায়সারা মনোভাব আর চরম উদাসীনতার ফলে জনদুর্ভোগ একপ্রকার চরমে উঠতে শুরু করেছে। দাবি,বেহাল রাস্তা সংস্কারের। রাস্তা তো নয়,যেন মরণফাঁদ।ভোটের বাক্সে জনগণ দেবে এর যোগ্য জবাব।হ্যাঁ। এমনই চিত্র দেখা গেলো উত্তর ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের বিধানসভা এলাকার কদমতলা-জুমটিল্লার একমাত্র রাস্তায়।বিগত বাম আমলে পিচ রাস্তাটি হওয়ার পর এখন পর্যন্ত সারাইয়ের কোনো উদ্যোগ নেননি বিধায়ক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর।আর রাস্তাটির বেহাল দশার ফলে প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে ছোট-বড় যান দুর্ঘটনা।

অভিযোগ, প্রতিবছরের বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই যানবাহন নিয়ে যাতায়াত তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলাফেরা করাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।তাছাড়া এই রাস্তার পাশেই রয়েছে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত,বাঘন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,বেসরকারি আমেজা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।আর কচিকাঁচা ছাত্র ছাত্রীরা এক হাঁটু কাঁদা জল পেরিয়ে স্কুলের গন্ডিতে পৌঁছতে হয়।এক কথায় কদমতলা ব্লকের নাকের ডগায় উল্লেখিত বেহাল রাস্তাটির ফলে জনদুর্ভোগ চরম থেকে চরম আকার ধারণ করেছে।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের বিপত্তি। মূলত কদমতলা থেকে জুমটিল্লা পর্যন্ত ৩.২৪৩ দৈর্ঘ্যের রাস্তাটি বেহাল দশার জন্য দপ্তরের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন এলাকার জনগণ।বিগত দিনে বহুবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কদমতলা পূর্ত দপ্তর এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের নিকট লিখিত অভিযোগ জানিয়েও ফলাফল মিলে অশ্বডিম্ব।

এমনকি পূর্ত দফতরের প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কুমারঘাট ডিভিশনেও বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েও নীট ফল দাঁড়ায় শূন্য। এমনকি নিরুপায় হয়ে সানীয়রা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন নম্বরেও এই রাস্তার করুন দশার কথা জানিয়ে সারাইয়ের আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি সানীয়রা বিগত কয়েক বছর ধরে নিজেদের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করে বেহাল রাস্তাটি কিছুটা মেরামতি করলেও বর্ষার শুরুতেই ভগ্নদশায় পরিণত হয়ে যায়।এদিকে কদমতলার পূর্ত দপ্তর আধিকারিককে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, বিগত ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতায় এই রাস্তাটির কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল এইচ এস সি এল নামক একটি নির্মাণ সংস্থাকে। নির্মানের পাঁচ বছর পর্যন্ত সংস্কারের দায়িত্বও রয়েছিল তাদের।কিন্তু নির্মাণ সংস্থাটি প্রথমবার কাজ শেষ করে আর সংস্কার করেনি।যার ফলে পূর্ত দফতরকেও হস্তান্তর করা হয়নি। এককথায় এইচ এস সি এল কর্তৃপক্ষকে সরাসরি দায়ী করেন তিনি।

তবে পাটা পোঁতার ঘষাঘষিতে মাঝখানে মরিচ বাবাজি অর্থাৎ জনগনের প্রান যে প্রায়, গেল গেল অবসায়।আবার কেউ কেউ অভিযোগ করে বলছেন, সিপিআইএম বিধায়ক তাঁর বিধানসভা এলাকার বেহাল রাস্তার দূরবস্থা সমাধানের উদ্যোগ যেমন নেননি তেমনি এ নিয়ে বিধানসভায় তেমন আলোকপাত করেন না।তাহলে বিধায়ক বাবু ইচ্ছে করেই বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারকে বদনাম করার অপচেষ্টা করছেন নাতো? প্রশ্ন নানা মহলের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফটিকরায়ে প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের হাত ধরে উদ্বোধন গ্রামীন ব্যাঙ্কের নতুন শাখার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ মে।। উনকোটি জেলার ফটিকরায়ের জগন্নাথপুরে পথ চলা শুরু করলো গ্রামীন ব্যাঙ্কের নতুন শাখা। বৃষ্টি বিঘ্নিত আবহাওয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ফটিকরায় বিধানসভার জগন্নাথপুর এলাকায় কেন্দ্রীয় ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের হাত ধরে উদ্বোধন হয় গ্রামীন ব্যাঙ্কের এই শাখার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, জেলা শাসক উত্তম কুমার চাকমা, জিলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস,ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কের চেয়ারমেন মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এলাকায় ব্যাঙ্ক না থাকলে গ্রামের মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়না, ঘটেনা গ্রামের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি। কেননা মানুষের রোজগার থেকে সঞ্চয় না করলে গ্রামীন অর্থনিতি মজবুত হয়না। আর ব্যাঙ্ক না থাকলে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়না। তিনি বলেন গ্রামীন অর্থনিতিকে মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রী যে সংকল্প নিয়েছেন তারই সুফলে হাতের কাছে ব্যাঙ্ক পাচ্ছেন মানুষ।

তিনি আরো বলেন প্রধানমন্ত্রীর কল্যানে এবং ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের সুফল স্বরূপ সমস্ত সরকারী সুবিধার পাশাপাশি আজ পাকা ঘড়ও বিনামূল্যে পাচ্ছেন মানুষ। আগে যেখানে তিপ্পান্ন হাজার আটশো সাতাশটা ঘড়ের বরাদ্ধ আসতো সেখানে বর্তমানে গ্রামীন এলাকায় দুই লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো চুয়াত্তরটা ঘড়ের বরাদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।এদিনের উদ্বোধনী পর্বে জীবনজ্যোতি বিমা যোজনায় কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে বিমার চেকও তুলে দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের তরফ থেকে।হাতের কাছে ব্যাঙ্কের সুবিধা পেয়ে বেজায় খুশি এলাকার মানুষ।

জিবি হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়ের ১৬ হাজার টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। চোর ও ছিনতাই বাজরা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে নানা কৌশলে টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে চিকিৎসা করাতে আসা লোকজনরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। জিবি হাসপাতাল চত্বরে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকলেও এইসব চোর ও ছিনতাই বাজদের আটক করা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

গতকাল রাতেও মেডিসিন বিভাগে এক রোগীর পরিবারের লোকের কাছ থেকে ১৬০০০ টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে চোর। জানা যায় মেলাঘরের অপর্ণা আচার্য নামে এক মহিলাকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালের মেডিকেল ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। মহিলার পুত্র অরিন্দম আচার্য রাতে মায়ের পাশেই ঘুমিয়ে ছিল। ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে অরিন্দম লক্ষ্য করে তার পকেটে থাকা ১৬০০০ টাকা নেই। ঘটনায় মাথায় বাজ পরার উপক্রম রোগীর পরিবারের লোকজনদের। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম আচার্য নামে ওই যুবককে ঘটনাটি দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের জানায়। তারা টাকার কোন হদিশ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অরিন্দম আচার্য নামে ওই যুবককে ব্যাপারে জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে টাকা উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা লোকজন এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে এভাবে টাকা চুরির ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। তাকে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

কৈলাসহরে পকেটমার থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। উনকোটি জেলার কৈলাশহর এর একটি ব্যাংকের শাখায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তির মানিব্যাগ নিয়ে গেছে পকেটমার। জানা যায় মানিক মিয়া নামে ওই ব্যক্তি ব্যাংকে আধার কার্ড আপডেট করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তার পকেটের মধ্যে মানিব্যাগ ছিল।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই তিনি হঠাৎ টের পান তার পকেট থেকে কে বা কারা মানি ব্যাগটি নিয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি তার মানি ব্যাগটি নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মানিব্যাগ ফেরত দেওয়ার জন্য বললে ওই ব্যক্তি মানিব্যাগ ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এমনকি এই মানি ব্যাগটি তার নিজের বলে দাবী করে।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

হন। সম্মানের সঙ্গে এনসি দেববর্মাকে উপদেষ্টা কমিটির সভাপতির পদ দেওয়া হয়। কিন্তু, কয়েক মাসের মধ্যেই বর্তমান রাজ্য কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তিনি।

এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আইপিএফটি সভাপতি মেভার কুমার জামাতিয়া বলেছেন, এনসি দেববর্মার আচরণ খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত ৩ এপ্রিল তাঁর উপস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলনে ৩৪ টি বিভাগের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তিনি যে ভোট পেয়েছিলেন তার প্রায় দ্বিগুণ ভোটে আমি জিতেছি। তিনি একজন সিনিয়র নেতা এবং আমরা সবাই তাঁকে সম্মান করি। কিন্তু শুধুমাত্র আইপিএফটি সভাপতির পদ ধরে রাখার জন্য এই ধরনের আচরণ দুর্ভাগ্যজনক।

মেভার কুমার জামাতিয়া বলেছেন, আগামী ১২ মে তিনি যে সভা আহ্বান করেছেন তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং আইপিএফটি-এর নির্বাচিত রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এর কোনও অনুমোদন নেই। এমনকি নতুন রাজ্য কমিটি গঠনের পরেও আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং দলের প্রতিটি সিদ্ধান্ত তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে।

তবে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল দলীয় পদে পদে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দলের এক সিনিয়র নেতা বলেন, আমাদের সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তিপরা মথা তথা এডিসি এর শাসক দল আমাদের সমর্থন ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের মিত্র বিজেপিও ভাঙন ঘটানোর চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে, যখন আমাদের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তখন আমরা রাজ্য পার্টি ইউনিটের মধ্যে বিরোধের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি।

শিক্ষামন্ত্রী

● আটের পাতার পর

৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ২১৮টি আবেদন জমা পড়েছে। বিদ্যালয়টি প্রায় ১৩০৩টি আবেদন পেয়েছে যা সবচেয়ে বেশী। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এমনকি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও এসব স্কুলে ভর্তি হতে আগ্রহী।

তিনি জানান, ১৫ মে অনুষ্ঠিত হবে স্ক্রিনিং টেস্ট এবং ১৭ মে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ২১ মে এর মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। নিজ নিজ স্কুলে আবেদন জমা দেওয়া ছাত্রদের জন্য একটি স্ক্রীনিং পরীক্ষা নেবে। গণিতের জন্য ৪০, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞানের জন্য ৩০ নম্বর এবং ইংরেজির জন্য ৩০ নম্বর সহ ১০০ নম্বরের জন্য স্ক্রীনিং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কোনো শিক্ষার্থী যেন বাদ না পড়ে সে কথা আগেই বলেছে শিক্ষা বিভাগ। প্রয়োজনে আমরা বিভাগ এবং পরিকাঠামো বাড়াব।

তিনি আরও জানান যে সরকার সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি এবং মনোবিজ্ঞানের জন্য ৩০০ জন পিজিটি এবং ১০০ জন স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফটিকরায়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন শাখার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

অভিষেকের

● আটের পাতার পর

নামে বিজেপি জুমলা ব্যবহার করছে। তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সংসদে পাশ হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকরে ৩-৪ মাস যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আড়াই বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন কার্যকর করতে পারছে না। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত সিএএ কার্যকরে ছয়বার সময়সীমা বাড়িয়েছে। কিন্তু এখনও রুলস তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূল কংগ্রেস এই আইনের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছে তাতে এখনও অনড়।

অভিষেকের কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে কোভিড মিটলে নাগরিকত্ব সংশোধনী কার্যকরের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অথচ, অসমে এই আইন কার্যকর নিয়ে চুপ। তাঁর দাবি, যাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করেছেন, তাঁরা অবৈধ হলে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও অবৈধ বলে ঘোষণা হোক। তিনি বলেন, এনআরসি-র নামে ১,৬০০ কোটি টাকা খরচ করে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তাতে অসমের ১৯ লক্ষ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে। এমন-কি, অসমের প্রকৃত নাগরিকের নামও ওই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ওই তালিকা পুনঃবিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন শুধুমাত্র বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ার, তৃণমূল কংগ্রেস তার অংশীদার হবে না।

এদিন তিনি বলেন, পূর্বোত্তরের বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূল সংগঠন বিস্তারে মনোনিবেশ করেছে। ত্রিপুরা ও মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবে দল। তবে, ত্রিপুরায় নির্বাচনে জয় নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না অভিষেক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে জয় সম্পর্কে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই যথেষ্ট বলে মনে করছে তৃণমূল।

তিনজন

● আটের পাতার পর

তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজনরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপতালে নিয়ে যান। গাড়ি চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য বিশালগড় সহ জাতীয় সড়কে প্রায় সময়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনার হার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চললেও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ কিংবা প্রশাসন কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক পুলিশকে আরো কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করার জন্য দাবি উঠেছে।

জনজাতি

● আটের পাতার পর

শাসক। তিনি জানান, সদর মহকুমার প্রতিটি জনজাতি ছাত্রাবাসে এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির ও কোভিড টিকাকরন করা হচ্ছে। আগামি দিনেও এই ধরনের উদ্যোগ জারি থাকবে বলে জানান তিনি। মূলত ছাত্রাবাসে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪ মে

● আটের পাতার পর

নাগরিকদের সাহায্যের জন্য সহায়তা কেন্দ্র থাকবে। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন।

নজরে

● আটের পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে নির্বাচন শেষ হতেই তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই গা ঢাকা দিয়েছে। এবার আম আদমি পার্টি ত্রিপুরার মাটি কতটা আঁকড়ে ধরতে পারে সেটাই দেখার।

পরামর্শ

● প্রথম পাতার পর

করা সম্ভব হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা সহ আইসিইউ যুক্ত শয্যা, অক্সিজেন যুক্ত শয্যা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। উন্নত এই পরিকাঠামোই কোভিড মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যা রয়েছে তার মাধ্যমে সঠিক পরিষেবা প্রদান করাই হচ্ছে পারদর্শিতার পরিচয়। রাজ্যের চিকিৎসক, নার্স সহ সকলের মধ্যে এই পারদর্শিতা রয়েছে বলেই কোভিড পরিস্থিতিকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে। ভালো ব্যবহার, কর্মনিষ্ঠা এবং কাজের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। আর এই ইতিবাচক মনোভাবই মানুষকে সাফল্য এনে দিতে পারে। ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে নার্সদের সব সময় উৎসাহ প্রদানের জন্য চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নার্সরা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কোভিড মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালনে তারা দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শর্মিলা সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন।

জারিজুরি

● প্রথম পাতার পর

থাকলে আজ হয়তো এমনটা হতোনা। তারা অভিযোগ করেন, ভেক্সিনের অভাবেই মৃত্যু হয়েছে যুবকের।তারা দাবী জানিয়েছেন অচিরেই এই ভেক্সিনের যোগান দেওয়া হোক প্রতিটি হাসপাতালে।

এদিকে ঐ যুবককে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে এমন অবাস্তব দাবী করে মৃতের বাড়ীতে হাজির বেশ কয়েকজন ওঝা। মৃতদেহে প্রান ফেরানোর দাবী করে দেহ নিয়ে দিনভর রিতিমতো ওস্তাদি দেখিয়ে চললো ওঝার দল। সংবাদ লেখা পর্যন্ত একাংশ মানুষও কুসংস্কারে ভরসা করে মৃতদেহে প্রাণের অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়ার আশায় বসে আছেন মৃতের বাড়ীতে।

খুনের

● প্রথম পাতার পর

কুমার মুড়াসিংকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ওই খুনের ঘটনায় শান্তির বাজার থানায় ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধি ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। তিনি জানান, ধৃত বিশু কুমার মুড়াসিংহকে বুধবার বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। শান্তির বাজার থানার ওসি-র দাবি, অজয় নোয়াতিয়া হত্যা মামলায় অভিযুক্ত বিশু কুমার মুড়াসিং দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিলেন। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে তার হদিশ পাওয়া গেছে।

ঋণের

● প্রথম পাতার পর

ওই ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

রোমে শেষ ষোলোয় জোকোভিচ, কোর্টে ক্ষিপ্রতা চান নাদাল

দানিল মেদভেদেভের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে আগামী সোমবার এক নম্বরে ওঠা আটকাতে হলে নোভাক জোকোভিচকে রোম ওপেনে অন্তত পক্ষে সেমিফাইনালে উঠতেই হবে। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার সার্বিয়ার তারকা ৬-৩, ৬-২ ফলে আসলান কারাতসেভকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠলেন এটিপি মার্সার্স ১০০০ পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায়। ২০ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীর রিটার্ন এ দিন নিখুঁত ছিল। তিনি বিশ্বের ৩৫ নম্বরের সার্ভ চার বার ভাঙেন। ম্যাচের পরে জোকোভিচ প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে বলেছেন, "শারীরিক ভাবে আসলান খুব শক্তপোক্ত। ওর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আগাম কিছু বলা যায় না। যদি ও ছন্দে থাকে তা হলে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিপক্ষকে চাপেও ফেলে দেয়।" তিনি আরও যোগ করেছেন, "এ দিন যদিও ও অনেক বলেই ঠিকঠাক শট মারতে পারেনি। দুটো সেটেই আমায় ব্রেকের সুযোগ দিয়েছে। এ রকম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার। এই জয় আমাকে আগামী রাউন্ডে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।" ফরাসি ওপেনের গত বারের চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিত ভাবেই এ বারের প্রতিযোগিতার আগে নিজের সেরা ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে আছেন। সেই উদ্দেশে এ রকম জয় তাঁকে অনেকটাই চাপমুক্ত করবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে জোকোভিচের মতো নজর রয়েছে আর এক চ্যাম্পিয়নের দিকেও। তিনি ফরাসি ওপেনের সম্রাট রাফায়েল নাদাল। তিনি আবার বলছেন, সময়ের সঙ্গে তাঁর শরীর পুরনো যন্ত্রের মতো হয়ে গিয়েছে। তাকে সচল করতে কিছুটা বাড়তি সময় এখন লেগেই যায়। সেই সত্য মেনে নিয়েই তিনি উপহার দিতে চান সেরা টেনিস। ২১টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক গত সপ্তাহেই মাদ্রিদ ওপেনে স্বদেশীয়, ১৯ বছরের কার্লোসি আলকারাজের কাছে হেরেছেন। বুকের পাঁজরে চোটের জন্য ছয় সপ্তাহ বাইরে থাকার পরে রাফা ফিরে এসেছিলেন মাদ্রিদে। কিন্তু কোর্টে উনিশের তারুণ্যের তেজের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারেননি। প্রিয় ফরাসি ওপেনের আগে চূড়ান্ত মহড়া দিতে নাদাল অংশ নিয়েছেন রোম ওপেনে। সেখানেই স্পেনীয় তারকা বলেছেন, "ছ'সপ্তাহ হাতই দিতে পারিনি র‍্যাকেটে। ফলে এই হার নিয়ে হতাশ নই।" তার পরেই যোগ করেন, "আমার শরীর এখন পুরনো যন্ত্রের মতো হয়ে গিয়েছে। সেই যন্ত্রকে ফের সচল করতে হলে এখন খানিকটা বেশি সময় তো লেগেই যায়। সেই কাজটা আবার আমি শুরু করেছি।" জোকোভিচ 'নতুন-রাফা' কার্লোসি আলকারাজের খেলায় মোহিত। তিনি বলে দিচ্ছেন, ফরাসি ওপেনে ট্রফি আলকারেজের হাতেও উঠতে পারে। রোমে জোকোভিচ বলেছেন, "আমার চোখে অবশ্য ও সবার থেকে এগিয়ে। জানি, এর আগে কখনও কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি কার্লোস। কিন্তু তার সঙ্গে এ বারের পরিস্থিতি বিচার করাটা নির্বোধের কাজ।"

একের পর এক গোল্ডেন ডাক, আইপিএলের ব্যর্থতা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন কোহলী

এ বারের আইপিএলটা খুবই খারাপ যাচ্ছে বিরাট কোহলীর। রান তো পাচ্ছেনই না, উল্টে তিনটি ম্যাচে প্রথম বলে আউট হয়ে গিয়েছেন তিনি। কেউ কোহলীকে বিশ্রাম নিতে বলছেন, কেউ আবার খেলা চালিয়ে যেতে বলছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নিজে কী চান? আরসিবি-র পোস্ট করা এক সাক্ষাৎকারে নিজের খারাপ ছন্দ নিয়ে মুখ খুললেন কোহলী। খারাপ ছন্দে থাকার কারণে একটু চিন্তিত হলেও, ব্যাপারটাকে মজার ছলে নিয়েছেন কোহলী। বলেছেন, 'প্রথম বলে আউট হওয়া, সত্যিই ভাবা যায় না। দ্বিতীয় বার প্রথম বলে শূন্য করে ফেরার পর নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় লাগছিল। মনে হয় না আমার ক্রিকেটজীবনে এ রকম কিছু এর আগে হয়েছে বলে। এখন আমি সবকিছুই দেখে ফেলেছি। অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছি। সাফল্য বা ব্যর্থতা, এই খেলার সঙ্গে জড়িত সবকিছুই আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।" বিশেষজ্ঞদের কথায় বেশি পাত্তা দিতেও রাজি নন কোহলী। বরাবরের মতোই বাইরের আওয়াজে তিনি কান দিতে চান না। বলেছেন, 'ওরা কোনও দিন আমার জুতোয় পা গলাতে পারবে না। ওরা কোনও দিন বুঝতে পারবে না আমার মনে কী চলছে। ওরা আমার মতো দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনটা দেখে না। বিভিন্ন মুহূর্তগুলোকেও আমার মতো করে উপভোগ করতে পারে না। বাইরের আওয়াজকে তো আটকানো যাবে না। তাই নিজেকেই উঠে গিয়ে টিভির আওয়াজ কমিয়ে দিতে হবে। অথবা বাইরের আওয়াজকে পাত্তা দেওয়া চলবে না। আমি নিজে দুটোই করি।' এ বারের আইপিএলে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচে এবং লখনউয়ের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হয়ে যান কোহলী। ১২ ম্যাচে তাঁর রান মাত্র ২১৬।

জয়ের পিছনে বিপক্ষের বোলারকেই কৃতিত্ব দিলেন গুজরাতের শুভমন

আইপিএলে মঙ্গলবারের ম্যাচে লখনউয়ের বিরুদ্ধে গুজরাতকে জেতাতে মুখ্য ভূমিকা নেন শুভমন গিল। অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে মোটামুটি ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দেন। লখনউকে ৬২ রানে হারায় গুজরাত। জয়ের পিছনে বিপক্ষের বোলারদেরই কৃতিত্ব দিয়েছেন শুভমন! ম্যাচের পর তিনি জানিয়েছেন, লখনউ বোলাররা অতি রক্ষণাত্মক মানসিকতা নেওয়ায় তাঁদের কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল। শুভমনের কথায়, "ভেবেছিলাম স্পিনারদের বল ঘুরবে। কিন্তু যতটা চাপে রাখার দরকার ছিল, ততটা আমাদের উপর রাখতে পারেনি ওরা। ক্রুণাল যদি এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিত, তা হলে হয়তো আমরা চাপে পড়তে পারতাম। কিন্তু ও খাটো লেংথে বল করছিল। রক্ষণাত্মক মানসিকতা ছিল ওর বোলিংয়ে। ফলে ওর বল খেলতে সমস্যা হচ্ছিল না এবং আমরা খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখছিলাম।"
শুভমনের ৬৩ রানের মধ্যে ৩১ রানই করেছেন সিঙ্গলস নিয়ে। পুরো ২০ ওভার ব্যাট করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত দলকে জিততে সাহায্য করেছে। এই পিচে বোলাররা সে ভাবে সাহায্য পাচ্ছিলেন না। কিন্তু শুভমনের খেলতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তিনি বলেছেন, "মরসুম শুরুর আগে ঠিক করেছিলাম অন্তত তিন-চারটি ম্যাচ নিজে শেষ করে আসব। সেই লক্ষ্যই পূরণ করার চেষ্টায় রয়েছি।"

রাহুলদের বিরুদ্ধে নামার আগে হার্দিকের কোন কথা তাতিয়ে দেয় শামিদের

এ বারের আইপিএলের প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফে উঠেছে গুজরাত টাইটান্স। লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ৬২ রানে হারিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে তারা। এর আগের দু'ম্যাচে হেরেছিল গুজরাত। তাই এই ম্যাচ জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লোকেশ রাহুলদের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই দলের ক্রিকেটারদের কিছু পরামর্শ দেন গুজরাতের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য। তাতেই দলের ক্রিকেটাররা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। কী এমন বলেছিলেন হার্দিক। ম্যাচ শেষে নিজেই জানালেন সে কথা। ম্যাচ শেষে হার্দিক বলেন, "আমি দলের ছেলেদের বলি যে এর আগের ম্যাচে খেলা শেষ হওয়ার আগেই আমরা ভেবেছিলাম জিতে গিয়েছি। সেটাই কাল হয়েছিল। তার আগে প্রতিটি ম্যাচ আমরা চাপের মধ্যে থেকে জিতেছি। কিন্তু এর আগের ম্যাচেই এক মাত্র আগে থেকে ভেবেছিলাম জিতে যাব। সেটা হয়নি। তাই সবাইকে বলেছিলাম, লখনউয়ের বিরুদ্ধে খুনে মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। যত ক্ষণ না খেলা শেষ হচ্ছে তত ক্ষণ হার মানব না। জিতেই মাঠ ছাড়তে হবে আমাদের। সেটাই হয়েছে।" প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ থেকে তাঁরা একটি দল হিসাবে খেলেছেন বলে জানিয়েছেন হার্দিক। তিনি বলেন, "আমরা দল হিসাবে খেলেছি। জিতলে দল হিসাবেই জিতেছি। হারলেও দল হিসাবেই হেরেছি। কোনও এক জন বা কয়েক জনের উপর কোনও দিন দোষ চাপানো হয়নি। সাজঘরের মধ্যে সব সময় আনন্দের পরিবেশ থাকে। একে অন্যের সাফল্য উপভোগ করি। ১৪ ম্যাচের আগেই প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার জন্য দলের সবাইকে ধন্যবাদ।"

ত্রাতা মানে, জিতে দু'নম্বরে লিভারপুল

নতুন মরসুমে তিনি নাকি যোগ দিতে পারেন বায়ার্ন মিউনিখে। মঙ্গলবার ইংল্যান্ডের একটি সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে রীতিমতো ক্ষিপ্ত লিভারপুল সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত সেনেগাল তারকা সাদিয়ো মানে অ্যানফিল্ড ছেড়ে চলে যাবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে তাঁর গোলই স্বস্তি ফিরিয়ে আনল য়ুর্গেন ক্লপ্পের শিবিরে। জমে গেল খেতাবি লড়াইও। ম্যাচের তিন মিনিটে ডগলাস লুইজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অ্যাস্টন ভিলা। তিনি মিনিটের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফেরান ম্যাটিপ। কিন্তু ভিলার রক্ষণাত্মক ফুটবলের কারণে গোলের রাস্তা খুঁজে বার করতে সমস্যায় পড়ে যায় লিভারপুল। ৬৫ মিনিটে সেই অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেন মানে। তাঁর গোলেই জয় নিশ্চিত করে ফেলে লিভারপুল। এ দিকে, নতুন মরসুমে এতিহাদে যে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড তারকা আর্লিং হালান্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে, তা ঘুরিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা। মঙ্গলবার পেপ বলেছেন, "চুক্তি পাকা না হলে আমি তা নিয়ে কিছু বলতে পারব না। পরে এই বিষয়ে মতামত জানাব।"

বিশাখাপত্তনমে অনূর্ধ-৮ জাতীয় দাবা, অপরাজিত আরাধ্যা সাফল্যের লক্ষ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। জাতীয় অনূর্ধ-৮ দাবা প্রতিযোগিতায়। বিশাখাপত্তনমের ভাইজাখে সোমবার থেকে শুরু হয়েছিলো আসর। বুধবার তৃতীয় দিনে হয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা। বালিকা বিভাগে তৃতীয় বাছাই আরাধ্যা দাস এদিন সকালে পঞ্চম রাউন্ডে তামিলনাড়ুর দ্বাপতারশিরি রবি গনেশের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর বিকেলে ষষ্ঠ রাউন্ডে দুর্দান্ত খেলে কর্ণাটকের লিয়া আর জোশেফের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে। ৬ রাউন্ড শেষে আরাধ্যার পয়েন্ট ৫। আজ সকালে সপ্তম রাউন্ডে ১ নম্বর বোর্ডে সদ্য জম্মুতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১০ বালিকাদের দাবা প্রতিযোগিতায় ভারত সেরার সম্মান পাওয়া কর্ণাটকের ছার্বি এ-র বিরুদ্ধে খেলবে আরাধ্যা। ওই ম্যাচে জয় পেলেই ভারত সেরার দিকে এগিয়ে যাবে ত্রিপুরার আরাধ্যা। এদিকে বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু তথা রাজ্য সেরা রোদ্র মজুমদার সকালে তেলেঙ্গানার আয়ানরাজ কাঠি পিল্লের বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করার পর বিকেলে কেরলের দেবনারায়ন নিখিলকে অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করে। ছয় রাউন্ড শেষে রোদ্র-র পয়েন্ট সাড়ে ৩।

বৃষ্টি ভিলেন : আকাশের দিকে তাকিয়েই বৃহস্পতিবার ফের চার মাঠে চার ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। এখন ভিলেন বৃষ্টি। আবহাওয়া, খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতিই এখন আলোচ্য বিষয়। আগামীকাল কি হবে, এই মুহূর্তে হলফকরে বলা যাচ্ছে না। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে, ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হলে, দুটি দল ২-২ করে পয়েন্ট পেলে, টুর্নামেন্টের চেহারাটাই পাল্টে যায়। তবুও কিছু করার নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেই এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র লীগ আন্তঃ মহকুমা রাজ্যস্তরীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কথা বলা হচ্ছে। সূচি অনুযায়ী আগামীকাল টুর্নামেন্টের পঞ্চম দিনেও চার মাঠে চারটি খেলা হওয়ার কথা রয়েছে। কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়ামে কাঞ্চনপুর খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনপুরের পক্ষে ম্যাচটি নিয়ম রক্ষার। প্রথম দুটি ম্যাচে হেরে কাঞ্চনপুর মূল পর্বে খেলার সুযোগ থেকে ছিটকে গেছে। ধর্মনগরের চেষ্টা থাকবে অন্তত পক্ষে জয়ী হয়ে মূল পর্বে খেলার। ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও ক্ষতি নেই, ধর্মনগর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিতে পারবে। মেলাঘরে খেলা হবে উদয়পুর ও সাব্রুমের মধ্যে। উদয়পুর ইতিমধ্যে শেষ আটে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। জয় পেলে অথবা ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে সাব্রুম এর সম্ভাবনা রয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার। এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলা রয়েছে সদর ও বিশালগড়-এর মধ্যে। এতেও একই অবস্থা। সদর যথারীতি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। তবে বিশালগড়ের লক্ষ্য রয়েছে, জয় ছিনিয়ে অথবা পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে প্রবেশ করা। কমলপুরে কালীবাড়ি প্লে গ্রাউন্ডে খেলা হবে কমলপুর বনাম মোহনপুরের মধ্যে। কমলপুরের সুযোগ নেই মূল পর্বে খেলার। তবে মোহনপুরের প্রত্যাশা আগামীকালের ম্যাচে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানো। ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও মোহনপুরের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এখন দেখার বিষয় বৃষ্টি, আবহাওয়া এবং মাঠের পরিস্থিতি টুর্নামেন্টকে কোন দিকে চালিত করে এবং মূল পর্বে কোন দল খেলার ছাড়পত্র পায়।

মনিপুরে জাতীয় হকি শুরু : ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ শনিবার, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে। মনিপুরে শুরু হয়েছে ১২-তম হকি ইন্ডিয়া সাব জুনিয়র মহিলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। আয়োজক মনিপুর সহ সারাদেশের ২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবারকার আসরে অংশ নিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে আজ, বুধবার খেলা ছিল আয়োজক মনিপুর বনাম কেরালার মধ্যে। এটি পুল বি-এর খেলা। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী ২৫টি দলকে আটটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। পুল এ-তে রয়েছে হরিয়ানা, বাংলা ও জম্মু-কাশ্মীর। পুল বি-তে ঝাড়খন্ড, মণিপুর ও কেরালা। পুল সি-তে উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং গুজরাট। পুল ডি-তে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড। পুল ই-তে দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও আসাম। পুল এফ-এ তামিলনাড়ু, চন্ডিগড় এবং অরুণাচল। পুল জি-তে পাঞ্জাব, ত্রিপুরা এবং হিমাচল। পুল জি-তে বিহার, কর্নাটক, মিজোরাম এবং তেলেঙ্গানা। ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ ১৪ই মে, সকাল পৌনে দশটায়। খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে।
তিন দলীয় গ্রুপে ত্রিপুরা দলের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচ ১৬ই মে, সকাল পৌনে দশটায়। খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। গ্রুপ লিগের খেলা ১৭মে পর্যন্ত চলবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে। ১৮মে বিরতির পর, ১৯মে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। পুনরায় বিরতি কাটিয়ে ২১ এবং ২২ মে রাখা হয়েছে সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক এবং ফাইনাল ম্যাচ। খেলা হচ্ছে মনিপুরের ইম্ফলে খুমান লাম্পাক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। বলাবাহুল্য, ত্রিপুরা দল যথারীতি মণিপুরে পৌঁছেছে এবং প্রথম ম্যাচের আগে নিজেদের কিছুটা তৈরি করে নিচ্ছে বলে খবর রয়েছে।

প্রাক্তন কোচ ও পূর্বোত্তর টেবিল টেনিসে পদক জয়ী খেলোয়াড়রা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন পদক জয়ী টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা। বুধবার। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টি টি হলে। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সঙ্গে সংবর্ধিত হলেন রাজ্যের ৪ স্বনামধন্য প্রাক্তন টি টি কোচ। পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা এবং টেবিল টেনিস ফ্যামেলির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সদ্য সমাপ্ত মনিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত 'আজাদিকা অমৃত মহোৎসব' পূর্বোত্তর ক্রীড়ায় টেবিল টেনিসে বালকদের দলগত ইভেন্ট এবং ডাবলসে ত্রিপুরা ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলো ত্রিপুরা। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত মনিপুরের ইম্ফলে হয়েছিলো পূর্বোত্তর ক্রীড়ার আসর। তাতে টেবিল টেনিসের ত্রিপুরা দলে ছিলেন রামিজ রাজা খান, অরিজিৎ দে, জয়দীপ সাহা, সব্যসাচী পাল এবং প্রান্তজিৎ রায়। সঙ্গে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে ত্রিপুরা দলের কোচ আশিষ চৌধুরি এবং ম্যানেজার কমলপুরের বিজয় দেব-কে। এছাড়া টি টি ফ্যামেলির পক্ষে থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে প্রাক্তন ৪ স্বনামধন্য কোচ ডা: প্রণতি মোদক, কিশোর ভট্টাচার্য, ইলা পাল এবং অরবিন্দ ঘটককে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব দিব্যেন্দু দত্ত এবং অ্যাথলেটিক্স কোচ নিখিল সাহা। সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত খেলোয়াড়রা। আগামীদিনে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আরও পদক এনে দেওয়া নিয়ে বদ্ধপরিকর সকলেই। পদক জয়ে আত্মতুষ্টির কোনও স্থান নেই।
আগামীতি আরও ভালো খেলতে হবে। তা মাথায় রেখেই প্রতিনিয়ত অনুশীলন করতে হবে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে একথা বলেন উপস্থিত অতিথিরা।

'হিংসার মাধ্যমে কোনও দিন বদল আসে না', শ্রীলঙ্কাবাসীর উদ্দেশে শান্তির আহ্বান জয়বর্ধনের

শ্রীলঙ্কায় এখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আর্থিক সঙ্কটের কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে গণবিক্ষোভ। জ্বলছে বাড়ি, গাড়ি। চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষ। পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের খণ্ডযুদ্ধে প্রচুর মানুষ আহত হচ্ছেন। এমন অবস্থায় দেশবাসীর উদ্দেশে শান্তির আহ্বান করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মাহেলা জয়বর্ধনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ জয়বর্ধনে আইপিএলের কারণে এই মুহূর্তে রয়েছেন মুম্বইয়ে। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে দেশেই। শ্রীলঙ্কার দুরবস্থা দেখে তিনি টুইট করেছেন, 'জাত এবং ধর্মের কারণে মানুষে মানুষে অবিশ্বাস এবং গৃহযুদ্ধের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে, সেই শিক্ষা ইতিহাসই আমাদের দিয়েছে। অনেকেই একে ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। আলাদা হয়ে গেলে আমরা ভেঙে পড়ব, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকলে শক্তিশালী হয়ে উঠব। শ্রীলঙ্কাবাসী হিসেবে ভেবে দেখার আহ্বান করছি।' জয়বর্ধনে আরও লেখেন, 'আমরা যে বদল চাইছি সেটা হিংসার মাধ্যমে কোনও দিন আসবে না। গত ৩০ দিন ধরে মানুষ যে সহ্যশক্তি দেখিয়েছেন তা দেখে খুব ভাল লেগেছে। স্বার্থান্বেষী মানুষের ফাঁদে পা দেবেন না।' শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রাক্তন ক্রিকেটার এর মধ্যেই মুখ খুলেছেন। সক্রিয় ভাবে প্রতিবাদে নেমেছেন। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার রোশন মহানামাকে। প্রতিবাদীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ তাতেও থামছে না।

Press Notice Inviting e- Tender No. 03/AGRI/EE(WEST)/2022-23
On behalf of the 'Governor of Tripura', the Executive Engineer (West), Agartala, West Tripura invites Percentage Rate e-tenders vide e DNIT No.01/CE/AGRI/EE (WEST)/2022-23 in single bid system for "Development of Infrastructure Facilities of Bishalghar Market S/H:-Construction of 02(two)storied Market Shed (Ground floor for retail vegetable shed, whole sale vevtable shed and Fish & Meat shed and first floor for stall) at Bishalghar Market under Bishalghar Agri. Sub-Division" from the reputed , experienced & financially sound enlisted contractors of appropriate class of Tripura P.W.D, T.T.A.A.D.0 and from the contractors registered in appropriate class of MES, Railways/ C.P.W.D, / P & T and other State P.W.D. having experience in similar nature of work to fulfill the minimum eligibility criteria for participation in the tender .
Last date of e- bidding up to 1.00 P.M. on 30/05/2022 , EMD = Rs.5,63,647/-only, Tender fee = Rs.8,0001- (Non Refundable), Tender Value = Rs.2,81,82,340/- ,Pre-bid conference = 20/05/2022 at 11.00 AM, Time of completion =12_[Twelve) months, Opening of e- bid = 30/05/2022 at 2:00 PM.
For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
(Er. N. Roy)
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura
ICA-C-476/2022-23

ত্রিপুরা সরকার
ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন
ভোলাগিরি, আগরতলা
ত্রিপুরা রাজ্যের শহর এলাকার সমস্ত পথ বিক্রেতা (Street vendors)-দের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of street vending) Act , 2014 এবং Tripura Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of Street Vending) Rule,2016-এর ১৬ নং ধারা অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিবাদ নিরসনের জন্য Grievance Redressal Committee গঠন করা হয়েছে যার সেহা নম্বর F.NO.8(5)NULM/TULM/SUSV/2021/1194-1203 ২০/০৫/২০২২।
এখন শহরের প্রতিটি পথ বিক্রেতা (Street Vendors)-দের অভিযোগ বা বিরোধ থাকলে তারা নিজ নিজ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা নিজস্ব এলাকার নগর নিগম বা নগর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উক্ত কমিটির কাছে সাদা কাগজে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবেন। অভিযোগ বা বিরোধ প্রাপ্তির পর কমিটি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর নিয়ম/বিধি অনুযায়ী এই ধরনের অভিযোগের প্রতিকার বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
ধন্যবাদান্তে
মিশন ডাইরেক্টার
ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন
Address:
Tripura Urban Livelihood Mission
Near Bholagiri Ashram, Agartala-799006
Email id:- nulm.tripura@gmail.com
Ph.no. 0381-2310005
ICA-D-226/22-23

NO.F.2 (13)-HV/THC/MWD/2011(P-I)/1615-18
Dated, Agartala, the 10th May, 2022
NOTICE INVITING TENDER FOR HIRING OF VEHICLE
Tripura State Haj Committee invites sealed tender for hiring of one Maruti Ecco white color (date of purchase on or after 1St January, 2021) for use of the Executive Officer, Tripura State Haj Committee. The terms & conditions may be collected from the
office of the Haj Committee, Melarmath in any working Day between 11 a.m to 3 p.m within 23 t h May, 2022.
1. Starting date for dropping Quotation : 10.05.2022 (upto 3.00 p.m)
2. Last Date for dropping quotation 23.05.2022 (upto 3.00 p.m)
2. Date of opening of Quotation : 24.05.2022 (at 11.30 a.m)
(Md. Habij Uddin, TCS)
Executive Officer
Tripura State Haj Committee
ICA-C-471/2022-23

জাগরণ 12 May 2022, Thursday আগরতলা ১২ মে, ২০২২ ইং, ■ ২৮ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে ধন্যবাদ জানাতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে বুধবার বনকুমারীতে। ছবি নিজস্ব।

পূর্বোত্তরের ১০টি স্টেশনে পাবলিক ওয়াই-ফাই তালিকায় আগরতলা, ধর্মনগর এবং পানিসাগরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। প্রাইম মিনিস্টার ওয়াই-ফাই অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের সূচনা হয়েছে আজ। তাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১০টি রেল স্টেশনেও পাবলিক ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু হয়েছে। তালিকায় রয়েছে আগরতলা, ধর্মনগর এবং পানিসাগর স্টেশনও। এখন থেকে ত্রিপুরার যাত্রীরা ওই স্টেশনে ওয়াই-ফাই-র মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। রেলটেল ওই পরিষেবা প্রদান করছে।

প্রসঙ্গত, রেল মন্ত্রকের অন্তর্গত সেন্ট্রাল পাবলিক সেকটর এন্টারপ্রাইজঃ এর একটি "মিনি রত্ন (ক্যাটাগোরি-১)" রেলটেল হলো দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ নিরপেক্ষ টেলিকম পরিকাঠামো প্রদানকারীর মধ্যে একটি সর্বভারতীয় অপটিক ফাইবার নেটওয়ার্কের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা, যার আওতায় রয়েছে সমগ্র দেশের একাধিক নগর ও শহর এবং গ্রামাঞ্চল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সমাজ তৈরি করার লক্ষ্যে রেলটেল কাজ করছে এবং টেলিকম ক্ষেত্রে ভারত সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, ২৩৮৪টি ওয়াই-ফাই হটস্পট থাকা ১০০টি রেলওয়ে স্টেশনে নিজস্ব পাবলিক ওয়াই-ফাই পরিষেবার ভিত্তিতে রেলটেলের পক্ষ থেকে গত ৯ মে প্রাইম মিনিস্টার ওয়াই-ফাই অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (পিএম-বাণী) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলি ২২টি রাজ্যে বিতাড়িত রয়েছে এবং এর মধ্যে ৭১টি স্টেশন এ১, এ ক্যাটাগোরির ও ২৯টি স্টেশন অন্যান্য ক্যাটাগোরির অন্তর্ভুক্ত।

তিনি জানান, ভারতের এই ১০০টি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে রয়েছে ১০টি রেলওয়ে স্টেশন। এগুলি হলো যথাক্রমে শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ঘুম, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাখ্যা, গুয়াহাটি, আগরতলা, ধর্মনগর ও পানিসাগর। এই ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক উপলব্ধ করার জন্য বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ভিত্তিক WiDOT নামে একটি অ্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে, যা Google Play Store-এ পাওয়া যায়।

তাঁর কথায়, রেলটেল-এর ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ১৭,৭৯২টি ওয়াই-ফাই হটস্পটযুক্ত ভারতের ৬১০২টি রেলওয়ে স্টেশনে ছড়িয়ে রয়েছে এবং এখনও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেলটেল-এর পাবলিক ওয়াই-ফাই পরিষেবা পিএম-ওয়ানি ভিত্তিক অ্যাকসেস জুন, ২০২২-এর শেষের মধ্যে (১০ জুনের মধ্যে মোট ১০০০টি স্টেশন, ২০ জুনের মধ্যে ৩০০০টি স্টেশন এবং ৩০ জুন, ২০২২-এর মধ্যে সমস্ত ৬১০২টি) পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬১০২টি রেলওয়ে স্টেশনেই (যেখানে ইতিমধ্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা উপলব্ধ) সম্প্রসারিত করা হবে।

তিনি বলেন, ব্যবহারকারীদের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাকসেস প্রদানের জন্য লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে ওয়াই-ফাই হটস্পট এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পিএম-ওয়ানি হলো সাধারণ মানুষের জন্য ব্রডব্যান্ডের সহজ ব্যবহার ও ব্যবহারের প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারের টেলিকম বিভাগের একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি। পিএম-বাণীর পরিকাঠামোর বিন্যাস ও বিকাশ করেছে সি-ডট এবং এই পিএম-বাণী প্রকল্পের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের একটি জোন হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অদূর ভবিষ্যতে অত্যধিকভাবে লাভান্বিত হবে।

নজরে নির্বাচন, সংগঠন বাড়াতে চাইছে আম আদমী পার্টিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। এখন পাখির চোখ ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি দল শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচারে যেমন ঝড় তুলছে শাসক দল বিজেপি। তেমনি মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস সহ বাম সংগঠনগুলিকেও। তৃণমূল কংগ্রেস পুরভোটের আগে বেশ শক্তি প্রদর্শন করলেও বর্তমানে তাদের তেমন দেখা মিলছে না। নতুন করে রাজ্যে সংগঠন বিস্তার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আম আদমি পার্টি।

বুধবার আম আদমি পার্টির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যে সংগঠন বিস্তারের কথা জানান দলের নেতৃত্বরা। আম আদমি পার্টির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারি রাজেশ শর্মা বলেন, নির্বাচনে জেতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল মানুষের সঙ্গ। ত্রিপুরার মানুষ যদি চান আম আদমি পার্টিকে কাছে টেনে নিতে তাহলে এক মাস সময়ের মধ্যেও রাজ্যে সংগঠন বিস্তার করা সম্ভব। খুব তাড়াতাড়ি ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আম আদমি পার্টি পৌঁছে যাবে বলে দাবি করেন তিনি।

উদাহরণস্বরূপ সাউথ জোন ইনচার্জ সুমন লস্কর বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গৌহাটি শহরে পুরভোটের মাত্র তিন মাস আগে কাজ শুরু করেছিল আম আদমি পার্টি। তিন মাসের মধ্যেই দল মানুষের মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায় যে ৬০ টি আসনের মধ্যে একটি আসনে আম আদমি পার্টি জয়লাভ করে এবং ৪০ টি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আম আদমি পার্টি জনগণের সাথে মিশে গিয়ে কাজ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে আগামী এক মাস আম আদমি পার্টি সদস্যপদ অভিযান চালাবে বলে জানান নেতৃত্বরা। এই এক মাসে নির্ধারণ করা হবে কোন জেলা থেকে কতজন লোক আম আদমি পার্টির সঙ্গে কাজ করবেন। তারপরে কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠন করা হবে বলে জানান রাজেশ শর্মা। প্রতিটি জেলা থেকে একজন সদস্য এই সদস্যপদ অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও চারটি জোনের জন্য প্রভারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার জন্য সুমন্ত দেবনাথ, ধলাই জেলায় নিতা দেবী চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় শক্তি দেব এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সুমন লস্করকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা পুরভোটের আগে শক্তি প্রদর্শন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। হেভিওয়েট নেতৃত্বদের রাস্তায় নামিয়ে চলছিল ভোটের প্রচার। অনেক বার উড়ে এসেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ

সম্পাদক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুয়ার সামগ্রী সহ সাত জুয়াড়ি আটক মাইগঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মে।। জুয়া বিরোধী অভিযানে গিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায় পরপর দু-বার অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ জান্ডি-মুন্ডা জুয়া খেলার সামগ্রী।

পুলিশ জানিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায় পরপর দু-বার অভিযান চালিয়ে ৭ কুখ্যাত জুয়াড়িকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা সুকান্ত স্কুল সংলগ্ন এলাকায় জুয়া বিরোধী অভিযানে নেমে জান্ডি-মুন্ডা জুয়া খেলার সামগ্রী সহ হাতেনাতে তিনজনকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে আবারো একই এলাকায় জুয়া বিরোধী অভিযানে নেমে জুয়া খেলার বিপুল পরিমাণের সামগ্রী সহ আরো চার জুয়াড়িকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। অর্থাৎ মোট সাতজনকে এদিন আটক করা হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায় বুধবার সংঘটিত হতে যাচ্ছে এক চড়ক মেলা। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করেই চলছে জুয়ার রমরমা আসর। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানান, আটককৃত সাতজনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং আগামী দিনেও পুলিশের এ ধরনের জুয়া বিরোধী অভিযান জারি থাকবে।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় নিয়ে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী নয়

সিএএ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ অভিষেকের

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : ত্রিপুরায় ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে আপাতত জয় নিয়ে নিশ্চিত নয় তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনই এ-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন না, সাফ জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে অবশ্য সংগঠন কতটা শক্তিশালী হবে, তার ভিত্তিতে আগাম অনুমান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে কৌশল নিলেন তিনি। তবে অসমে সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য বিজেপি-কে নিশানা করতে কোনও কসুর করেননি অভিষেক। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনেছেন তিনি। তাঁর কটাক্ষ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিয়েছেন। গুয়াহাটিতে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই পূর্বোত্তরে তৃণমূলের সংগঠন বৃদ্ধির জোরালো দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার দোষারোপ করছে। অথচ, সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিএসএফ-কে সহযোগিতা করছে না, প্রমাণ দিক কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করুক। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা নিমিষেই মিটে যাবে।

অভিষেক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সোজা নিশানা করেছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম সম্পর্কে ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিয়েছেন।

রাজনীতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের জাতীয় লোক আদালত বসবে ১৪ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। আবারও রাজ্যে বসবে জাতীয় লোক আদালত। আগামী ১৪ মে শনিবার রাজ্যে জাতীয় লোক আদালতে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক আদালত বসবে। জাতীয় লোক আদালতে মোট ৫৪টি বেঞ্চে ৫,৯৯৩টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য শুনানি হবে। তাতে পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৫২৩৬টি মামলা এবং আদালতে বিচারাধীন ৭৫৭টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোক আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪,৭৩৬টি মামলা, মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ১৬২ টি, শ্রম বিরোধ সংক্রান্ত ১ টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ৫০০ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ২৯৮ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১২১টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত(এনআই অ্যাক্ট) ১২০ টি মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৫১ টি মামলা এবং ফৌজদারি আপিল সংক্রান্ত ৪টি মামলা নিস্পত্তির জন্য শুনানি হবে।

ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে ৩০ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য শুনানি হবে। লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ১০ টি বেঞ্চ বসবে আগরতলা আদালত চত্বরে। ইতিমধ্যে মামলার উভয়পক্ষকেই নোটিস দেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বুধবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বাইক এবং গাড়ির সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশাল বড় থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এক ব্যক্তি বাইকে করে তার দুই বন্ধুকে নিয়ে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি বাইকে ধাক্কা দিলে বাইক নিয়ে ছিটকে পরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য ব্যাপক হারে আবেদন ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজ্য জুড়ে ১০০টি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য ব্যাপক হারে আবেদনে জমা পড়েছে। এমনকি কিছু ছাত্র যারা আগে প্রাইভেট স্কুলে পড়াশোনা করে তারাও কম টিউশন ফি এর কারণে এই স্কুলগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, শিক্ষামন্ত্রী শ্রী নাথ বলেছেন সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিদ্যাজ্যোতি যোজনার অধীনে মোট ১০০ টি স্কুল বেছে নিয়েছে। নির্বাচিত স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধা থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ভাল শেখার অভিজ্ঞতার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। ঘোষণার পর এসব স্কুলে ভর্তির চাহিদা বেড়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, এ বছর সরকার ৬, ৭, ৮ ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রায় ১০ হাজার ৮০০ আবেদন জমা পড়েছে। সবেচেয়ে বেশী আবেদনপত্র খুমুলংয়ের খুম্পুই একাডেমি দ্বারা গৃহীত হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য প্রায় ৬৫৪টি, ৭ম শ্রেণির জন্য ২৫৪টি, অষ্টম শ্রেণির জন্য ১৭৭টি আবেদন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার দুপুরের বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলা শহরের রাজপথ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ছবি নিজস্ব।

জনজাতি ছাত্রাবাসে স্বাস্থ্য শিবির ও কোভিড টিকাকরণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। সদর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন জনজাতি ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস গুলিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিবির ও টিকাকরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার রাজধানীর মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস সহ বিভিন্ন জনজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে স্বাস্থ্য শিবির ও কোভিড টিকাকরন করা হয়েছে। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবির ও কোভিড টিকাকরন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও একটি বিদ্যালয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজ্যে বিজেপি-জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর একাধিক বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পরিণত করেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে সিবিএসই পাঠ্যক্রম চালু করা হচ্ছে। রাজধানীর অরুন্ধতী নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়কেও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অরুন্ধতীনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে সিবিএসই সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দান শুরু হয়েছে।

এইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডা: মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেট অলক রায়, পুর নিগমের সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদ ডা: মানিক সাহা বলেন, খুবই আনন্দের বিষয়, অরুন্ধতী নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এখন থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমে সিবিএসই পাঠ্যক্রম অনুসারে পঠন পাঠন হবে। দেশের ভালো ভালো স্কুলের ন্যায় এই বিদ্যালয়েও পড়াশুনা হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, পাঠ দানের ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে পাঠ দান করতে হবে এই নিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।তাঁর দাবি, এতদিন ধরে শুধু শহরের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা সিবিএসই শিক্ষায় পাঠ গ্রহন করত। ফলে পিছিয়ে পড়ত সরকারি বা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। কিন্তু এখন রাজ্যের ১০০টি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প চালু হওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

অরুন্ধুতিনগর স্কুলকে বিদ্যাজোতি প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সাংসদ ডাঃ মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

বাজারে ছেয়ে গেছে রসালো ফল লিচু ও আনারস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ আর বৃষ্টির আগমনের সাথেই রকমারি রসালো ফল রাজ্যের বাজারে ছেয়ে যায় প্রতিবছর। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজ্যের বাজারে হাজির বিভিন্ন রসালো ফল। আর গরমের এই রসালো ফলের মধ্যে অন্যতম লিচু এবং আনারস। রাজ্যের বাজারগুলোতে ইতিমধ্যেই আগমন ঘটেছে লিচু এবং আনারসের। তবে, চাহিদার তুলনায় লিচুর ফলন ভাল হওয়ায় সহজলভ্য হবে এই রসালো ফল, ব্যবসায়ীদের বক্তব্যে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। গাছে লিচু পাকা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামীণ এলাকায় কচিকাচারা গাছ থেকে লিচু পাড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাপারাৎজিদের ক্যানভাসে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে রাজধানীর বাজার গুলিতে লিচু এসে গেছে। বিক্রেতারা রাজধানীর বাজার গুলিতে লিচু বিক্রির তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন।

জনৈক বিক্রেতা জানান, প্রায় ১৫ দিন হল লিচু বিক্রি করছেন। এই বছর লিচুর ফলন ভালো হয়েছে। বর্তমানে বড়মুড়া থেকে লিচু এসেছে রাজধানীর বাজারে। কিছুদিন পর থেকে অন্যান্য জায়গা থেকেও লিচু আসবে বলে জানান ব্যবসায়ী। বর্তমানে ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। তবে বৃষ্টি হওয়ার কারনে সহসাই লিচুর দাম কিছুটা হ্রাস পেতে পারে বলে অভিমত ব্যবসায়ীর।

অপরদিকে লিচুর পাশাপাশী হাঁসফাঁস গরমে আনারসের চাহিদাও যথেষ্ট রয়েছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী যোগান অনেকটাই কম বলে জানান ব্যবসায়ীরা। গরমের সুস্বাদু ফলের মধ্যে আনারসও একটি অন্যতম। ইতিমধ্যে রাজধানীর বাজারে আনারস নিয়েও হাজির হয়ে গেছেন বিক্রেতারা। বিভিন্ন স্থানে আনারস নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসতে দেখা যাচ্ছে বিক্রেতাদের।এদিন রাজধানীতে এক বিক্রেতা জানান, এই প্রথমবার রাজধানীর বাজারে তিনি আনারস নিয়ে এসেছেন। একটি আনারস ৪০ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে আগে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে আনারসের ফলন কিছুটা কম হয়েছে বলে দাবি চাষী সহ বিক্রেতাদের। ধীরে ধীরে রাজধানীর বাজারে আনারসের আমদানি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তখন আনারসের দাম কিছুটা হ্রাস পাবে বলে জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।